সীরাতে নববী

লেভেল

১

অনুবাদঃ মুহা আবদুল্লাহ্ আল কাফী

مقرر السيرة النبوية

المستوى الأول (باللغة البنغالية)

ترجمة: محمد عبد الله الكافي

الطبعة: الأولى ١٤٢٧هـ
প্রথম প্রকাশঃ ২০০৬ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকাঃ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের একমাত্র প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও সর্বোত্তম রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

সম্মানিত শিক্ষক! নিম্নোল্লিখিত উপদেশাবলী লক্ষ্যণীয়ঃ

১. ছাত্রদের অন্তরে সঠিক ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। এমন বিষয়ে তাদেরকে অনুশীলন করানো যা ইহ-পরকালে কল্যাণকর। এসব কিছুর প্রতিদান আশা করবে আল্লাহ্র কাছে। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ﴾

"মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। আমল তিনটি হচ্ছে, ১) ছাদাকায়ে জারিয়া, ২) উপকারী বিদ্যা ও ৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।"[১]

২. শিক্ষক তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ ও অনুকরণ করবেন। আর তিনি হবেন সর্বোত্তম আদর্শ। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مَثَلُ العَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ، يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ﴾

"যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দান করে এবং নিজেকে ভুলে যায়; তার উদাহরণ হচ্ছে মোমবাতির মত। মোমবাতি নিজেকে জ্বালিয়ে মানুষকে আলো প্রদান করে।"[২]

৩. শিক্ষক তাঁর স্কন্ধে অর্পিত আমানতের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি খাঁটি ঈমানের অধিকারী একটি সুন্দর জাতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবেন। একাজে তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদানের আশা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ﴾

"যে ব্যক্তি কল্যাণের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে, সে তার বাস্তবায়নকারীর ন্যায় প্রতিদান লাভ করবে।"[৩]

---

[1] . [ছহীহ্] মুসলিম, অধ্যায়: অসীয়ত, অনুচ্ছেদ: মৃত্যুর পর মানুষ যার ছওয়াব পায়। হা/ ৩০৮৪।

[2] . [ছহীহ্] ত্বরাণী কাবীর গ্রন্থে হা/ ২/১৬৮১ ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ৫৮৩১।

[3]. [ছহীহ্] মুসলিম, অধায়: ইমারত, অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র পথের গাযীকে সাহায্য করার ফযীলত। হা/ ৩৫০৯।

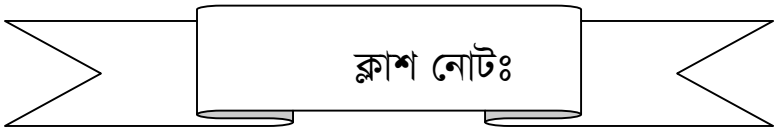
ক্লাশ নোটঃ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪. উস্তাদ লেবাস-পোশাক এবং চলাফেরায় উত্তম পন্থা অবলম্বন করবেন, তিনি ধীর-স্থীর হবেন। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব ও সম্মানের সহিত লক্ষ্য রাখবেন, এবং শ্রেণী কক্ষে প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবেন।

৫. তিনি পাঠ্য বিষয়ের একটি সীমা নির্ধারণ করবেন। আর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি ছাত্রদের মেধানুযায়ী উত্তম নিয়মে সাজিয়ে নিবেন। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন।

৬. ছাত্রদের নিকট উদ্যমশীল ও আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে সওয়াল-জরয়াব (প্রশ্নোত্তর) উপস্থাপন করতে হবে। উস্তাদ ছাত্রদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শিক্ষানুযায়ী পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত পাকা-পোক্তভাবে শিখাতে মনোযোগী হবেন।

৭. শিক্ষক হচ্ছেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত।

﴿ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ﴾

রাসূলুল্লাহ্ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম)এর নিকট দু'জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল। একজন আলেম অন্যজন আবেদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) বললেন, "আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক তেমন যেমন আমার মর্যাদা তোমদের সাধারণ এক ব্যক্তির উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্, ফেরেস্তামন্ডলি এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা- এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে- এমনকি পানির মাছ- মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য দু'আ করে।"[১]

৮. তিনি ঐকান্তিক ভাবে যত্ন নিবেন- ছাত্রদের শিক্ষাকে তাদের বাস্তব জীবন এবং সমাজের ঘটমান অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে। আর এ ক্ষেত্রে তিনি চলমান পরিস্থিতি থেকে দু'একটা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করবেন। যাতে করে তাদের বোধগম্য হয় যে, ইসলামের নীতিমালা বাস্তব ও যথার্থ এবং জীবন্ত ও সজীব আর উহা সর্বযুগে-সর্বস্থানে সমভাবে প্রযোজ্য।

৯. প্রথমে আল্লাহ্র উপর অতঃপর নিজের উপর আস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের অনুভূতি ও চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। আর শিখাতে হবে অবসর সময়কে কিভাবে দ্বীন-দুনিয়ার উপকারী কাজে ব্যবহার করা যায় তার আধুনিক পদ্ধতি। (আল্লাহ্ই সকল তাওফীকদাতা)

১০. হাদীছ সমূহ তাখরীজ করার পদ্ধতি নিম্ন-লিখিত ধারাবাহিকতা অনুযায়ীঃ

ক) হাদীছ যদি ছহীহ্ বুখারী ও ছহীহ্ মুসলিম অথবা যে কোন একটিতে পাওয়া যায় তবে শুধু সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে। (অন্য গ্রন্থে থাকলেও সেটা উল্লেখের প্রয়োজন মনে করা হয়নি।)

---

[1] . [ছহীহ্] তিরমিযী অধায়: ইলম বা জ্ঞানার্জন, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৯। ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ৪২১৩।

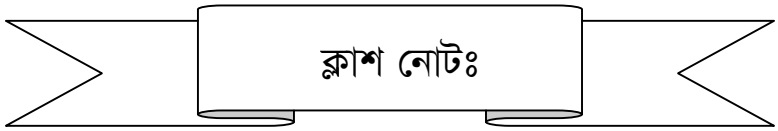
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

খ) হাদীছ যদি বুখারী ও মুসলিম বা তাদের যে কোন একটিতে না পাওয়া যায়, তবে সুনানা আরবাআ অনুসন্ধান করা হয়েছে। (অর্থাৎ আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতে পাওয়া গেলে অন্য গ্রন্থের আর অনুসন্ধান করা হয়নি।)

গ) কুতুবে সিত্তাহ্ (বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ) এর মধ্যে না পাওয়া গেলে কুতুবে তিসআর অবশিষ্ট গ্রন্থ (আহমাদ, মুআত্তা মালেক ও দারেমী) থেকে হাদীছ নেয়া হয়েছে।

ঘ) কুতুবে তিসআ বা উপরোক্ত নয়টি গ্রন্থের কোথাও হাদীছটি না পাওয়া গেলে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ রোমন্থন করে তার রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. হাদীছের শব্দাবলী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রেফারেন্সে প্রথমে যে গ্রন্থের নাম উল্লেখ থাকবে তা থেকেই নেয়া হয়েছে। তবে যদি নিদির্ষ্টভাবে অন্য গ্রন্থের উল্লেখ হয়ে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। কুতুব সিত্তা এবং মুসনাদে আহমাদের ক্ষেত্রে দারুস্সালাম প্রকাশনীর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১২. এই পাঠ্যপুস্তকের শেষে ক্লাশ রুটিন অনুযায়ী পাঠ বন্টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনিভাবে পূর্ণ কোর্সে এই সাবজেক্ট কত দিন পড়ানো হবে তাও নির্ধারিত আছে। যাতে করে শিক্ষক সিলেবাস এবং কোর্স সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে দরস দান সম্পন্ন করতে পারেন।

১৩. এই পাঠ্য সিলেবাসের মধ্যে যে কোন ধরণের ত্রুটি বা সে সম্পর্কে যদি কারো কোন পারামর্শ থাকে তবে দা'ওয়া সেন্টার শিক্ষা বিভাগে ডাকযোগে বা ইমেইলে বা যে কোনভাবে তা জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

শিক্ষার্থী ভাই! তোমার জন্য নিম্ন লিখিত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী পেশ করা হলঃ

১) হে ভাই! জেনে রাখ জ্ঞান শিক্ষার জন্য চর্চা ও প্রচেষ্টা ছাড়া তা অর্জন করা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে সবেচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে আলেমগণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য কল্যাণ চেয়েছেন। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

﴿إِنَّمَا العِلْمُ بالتَّعَلُّمِ، وَالحِلْمَ بِالتَّحَلُّمِ، ومَنَ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ﴾

"জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই তো জ্ঞানার্জন করা যায়। ধৈয্যের অনুশীলন করার মাধ্যমে ধৈর্যশীল হওয়া যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণ অনুসন্ধান করে তাকে উহা প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচানো হয়।"[১]

২) আরো জেনে রাখ ইবাদত করার চেয়ে জ্ঞানার্জন করার মর্যাদা অত্যধিক বেশী। এখন যদি ঐ জ্ঞান মৌলিক বিষয়ের হয় তবে তার মর্যাদাতো আরো বেশী। হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

(فَضْلُ العِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينكُمُ الوَرَعُ)

[1] . [হাসান] দারাকুতনী আফরাদ গ্রন্থে হা/ ২৯২৬৬। খতীব বাগদাদী হা/ ৯/১২৭ ছহীহ্ আল জামে আছ্ ছাগীর আলবানী হা/ ২৩২৮। সিলসিলা ছহীহা হা/ ৩৪২।

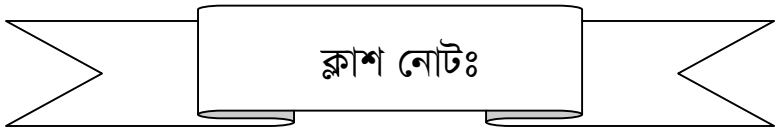
ক্লাশ নোটঃ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

"ইবাদতের মর্যাদার চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা অধিক। তোমাদের ধর্মের মধ্যে উত্তম বিষয় হচ্ছে পরহেযগারিতা।"[১]

৩) জ্ঞানার্জনের জন্য তোমার ঘর থেকে বের হওয়া মানে জান্নাতের একটি রাস্তা সহজ হয়ে যাওয়া। তোমার জন্য সৃষ্টিকুলের সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মাধ্যমে তুমি নবীদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতে পারবে। কাছীর বিন কায়েস থেকে বর্ণিত। আমি একদা দামেশকের মসজিদে আবু দারদা (রাঃ) এর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি একটি হাদীছের জন্য সুদুর মদীনা শরীফ থেকে আপনার কাছে আগমণ করেছি। আমি শুনেছি আপনি হাদীছটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। আমি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগমণ করিনি। তিনি বললেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

﴿مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ﴾

"যে ব্যক্তি জ্ঞনার্জনের উদ্দেশ্যে রাস্তা চলবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দিবেন। শিক্ষার্থীর (জ্ঞান শিক্ষা) কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেস্তারা তাদের জন্য তাদের ডানাগুলো বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে- এমনকি পানির মাছও। ইবাদত গুজার একজন ব্যক্তির উপর জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তির মর্যাদা ঠিক সেই রকম যেমন নক্ষত্ররাজির উপর একটি চাঁদের মর্যাদা। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকার। নবীগণ দ্বীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন শুধু মাত্র ইলম বা ওহীর জ্ঞান। যে ব্যক্তি উহা অর্জন করবে সে **পরিপূর্ণ অংশ অর্জন করবে।**"[২]

৪) জ্ঞানার্জনের জন্য সমবেত হওয়া রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া ও প্রশান্তি নাযিল হওয়ার মাধ্যম। আবু মুসলিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেন নবী ﷺ বলেন,

﴿لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ﴾

"যখনই কোন কওম একস্থানে সমবেত হয়ে আল্লাহর যিকির করে, তখনই ফেরেস্তা তাদেরকে ঘিরে রাখে, রহমত আচ্ছাদিত করে, প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তাদের কথা নিকটস্থ ফেরেস্তাদের নিকট আলোচনা করেন।"[৩]

---

[1] . [ছহীহ] ত্বরাণী আওসাত গ্রন্থে হা/ ৩৯৭২ হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে হা/ ১/৯২। ছহীহ্ তারগীব তারহীব আলবানী হা/ ৬৫।

[2] . [হাসান] আবু দাউদ, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ। হা/ ৩১৫৭। তিরমিযী, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৬। ইবনু মাজাহ্ ভুমিকায় অনুচ্ছেদ: আলেমদের ফযীলত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ হা/ ২১৯। ছহীহ্ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৬৮।

[3] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: যিকির দু'আ তওবা ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: যিকির এবং কুরআন পাঠের জন্য একত্রিত হওয়ার ফযীলত। হা/ ৪৮৬৮

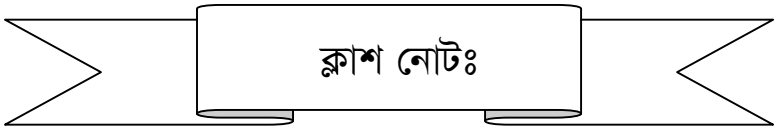
ক্লাশ নোটঃ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫) তাই নিয়তকে বিশুদ্ধ কর। এই জ্ঞানকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা থেকে সতর্ক হও। কেননা আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন,

﴿مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا﴾

"যে জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়, তা যদি কোন ব্যক্তি শুধু এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে যে, তা দ্বারা দুনিয়ার সামগ্রী সংগ্রহ করবে, তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"[১]

৬) তারপর যা শিক্ষা গ্রহণ করেছো সে অনুযায়ী আমল কর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا﴾

"হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় চাই অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতিবৃদ্ধ হওয়া এবং কবরের আযাব হতে। হে আল্লাহ্ আমার অন্তরে তাক্বওয়া দান কর, তাকে পবিত্র কর, তুমিই উহাকে সর্বত্তোম পবিত্রতাকারী, তুমিই তার বন্ধু ও কর্তৃত্বকারী। হে আল্লাহ্ তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে যা ভীত হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন দু'আ থেকে যা কবূল করা হয় না।" [২]

৭) এরপর এই জ্ঞানের প্রচার ও অন্যকে তা শিক্ষা দান কর। জ্ঞান গোপন করে রেখো না। কেননা নবী ﷺ বলেন,

﴿مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به، كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه﴾

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে তার প্রচার-প্রসার করে না তার উদাহরণ এমন ব্যক্তির সাথে যে শুধু সম্পদ অর্জন করে কিন্তু খরচ করে না।" (ত্বারাণী)

৮) জেনে রেখো! এই অফিস, অফিসের শ্রেণী কক্ষ, সিলেবাস পুস্তক সবই হচ্ছে ছাদাকায়ে জারিয়া। এগুলো তোমার জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। তুমি এগুলোর সংরক্ষণে সচেষ্ট হও, যাতে করে অন্যরাও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। যদি তোমার কাছে কোন পরার্মশ বা মন্তব্য বা অভিযোগ থাকে, তবে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীলগণ সানন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করবেন এবং সমাধানের উদ্দ্যোগ নিবেন।

মহান আরশের অধিপতি সুমহান আল্লাহ্‌র সুউচ্চ দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি সবাইকে তাঁর আনুগত্য-নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন।

ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া ছাহবিহি আজমাঈন।

---

[1] . [ছহীহ] আবু দাউদ অধ্যায়: ইলম অনুচ্ছেদ: গাইরুল্লাহর জন্য জ্ঞানার্জন। হা/ ৩১৭৯ ইবনু মাজাহ অধ্যায়: ভুমিকা, অনুচ্ছেদ: জ্ঞান দ্বার উপকার লাভ ও আমল করা। হা/ ২৪৮ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৯৯।

[2]. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়: যিকির, দুআ ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদ: যা করা হয় এবং না করা হয় তার অক্যালণ থেকে আশ্রয় কামনা।

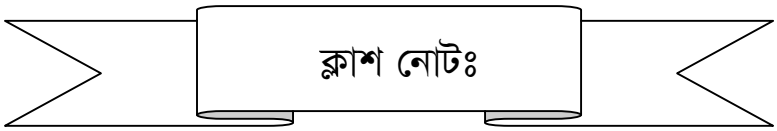
ক্লাশ নোটঃ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

সীরাতে নববী

সীরাতের সংজ্ঞাঃ

"সীরাত বা মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর জীবন চরিত বলতে সেই পয়গাম বা সংবাদ উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে তিনি মানব জাতিকে কুফরীর অন্ধকার থেকে ঈমানের আলো এবং সৃষ্টি জীবের দাসত্ব থেকে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দাসত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন।"

উল্লেখিত জ্যোতির্ময় চিত্র পূর্ণরূপে তখনই উপস্থাপিত করা সম্ভব হবে, যখন আরব জাহানের পূর্বের অবস্থার সাথে তাঁর আগমনের পরের অবস্থার একটি তুলনা করা হবে।

সীরাতে নববীর মার্যাদাঃ

মুসলমান জাতির জন্য উত্তম পাঠ্য হল বিশ্বনবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর জীবন চরিত অধ্যয়ন করা। কেননা তিনিই হলেন মহান শিক্ষক ও সর্বোত্তম শিষ্টাচারী এবং উৎকৃষ্টতর ভদ্রতা ও সভ্যতার অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ ও নির্দেশ সমূহ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তাঁর সাথীদের মধ্যে। তাঁরা আদর্শ হিসেবে উহা গ্রহণ করে কর্ম জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করে জীবন পরিচালনায় ধন্য হয়েছেন। আর মহানবীর সীরাতের এই গুরুত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে। কেননা উহা আবশ্যকীয়। কোন মুসলমানের জন্য উহা থেকে বিমুখ হওয়া কখনোই সম্ভবপর নয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেনঃ "যখন কিনা বান্দার ইহ-পরকালীন কল্যাণ মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর হেদায়াতের উপরই নির্ভরশীল তখন প্রত্যেক কল্যাণকামী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য যে, স্বীয় মুক্তি ও সৌভাগ্যের আকাংখা কল্পে রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর হেদায়াতের জ্ঞান লাভ করবে, তাঁর জীবন কাহিনী পাঠ করবে এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে।"[১]

আমরা কেন সীরাত পাঠ করব?

এই প্রশ্নের জবাব সংক্ষেপে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে দেয়া সম্ভবঃ

১) মহানবীর আনুগত্যঃ

নিশ্চয় মহানবীর অনুসরণই হলো সেই দ্বীন যা আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সেই পথ যার মাধ্যমেই শুধু মহান আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া সম্ভব। এরশাদ হচ্ছে,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

"বলুন (হে নবী) তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক তবে আমার অনুসরণ কর; তবে তিনিও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশী মার্জনা করবেন। আর আল্লাহ্‌ হলেন ক্ষমাশীল দয়ালু।"[২]

২) রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি ভালবাসার বাস্তবায়নঃ

ইসলাম ধর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি ভালবাসা ফরযে আইন (বা সকলের জন্য অপরিহার্য) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেনঃ

---

[1] . যাদুল মা'আদ, ইবনুল ক্বাইয়্যেম, দারুর রিসালা প্রকাশনী, ১/ ৬৯।

[২] . আল-ইমরান-৩১

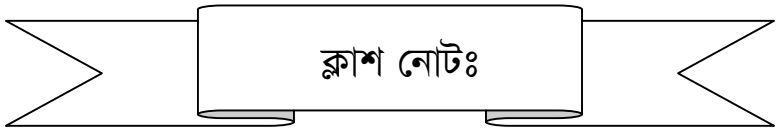
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

অর্থাৎ "তোমাদের কেহই প্রকৃত ঈমানদার ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবেনা, যতক্ষণ না আমি তার নিকট অধিক প্রিয় না হই; তার পিতা, সন্তান এবং সমগ্র মানুষ হতে।"[১]

﴿عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ فَقَالَ أَنَسٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا﴾

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পরিমাণ ছাগল চাইল। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাকে উহা দান করলেন। সে ফিরে গেল নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবূল কর। কেননা মুহাম্মাদ এমন মহান দানশীল যে কখনো দারিদ্রের ভয় করে না। আনাস (রাঃ) বলেন, যদিও লোকটি দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে ধর্মই তার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে গেল- দুনিয়া এবং উহার সামগ্রীর চাইতে।[২] রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর দানশীলতায় লোকটি বিস্ময়াভিভূত হল এবং তার এই বিস্ময় ভাব তাকে নিয়ে গেল তাঁকে ভালবাসতে এবং দ্বীন গ্রহণ করতে। যার দিকে সে নিজেই মানুষকে আহবান করতে লাগল।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি এই ভালবাসা বাস্তবায়ন করতে চাইলে অবশ্যই তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে।

৩) বীরত্ব ও উৎসর্গের অনুপম দৃষ্টান্তঃ

ছোট-বড় সবধরণের মানুষের (আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার) স্বভাব হলো বীরত্বগাঁথা শ্রবণ করতে উৎসুক থাকা। কেননা এতে হৃদয়ে বিরাট ধরণের প্রভাব পড়ে। সুতরাং ব্যাপার যখন এরূপ তখন মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর জীবন চরিত নিঃসন্দেহে মানুষের এই পিপাসা নিবারণ করবে। প্রাণের আকাংখা পূরণ করবে। তাই অচিরেই এই পাঠ্য বইয়ে মহানবীর বীরত্বের কিছু অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তুমি দেখতে পাবে। ইনশাল্লাহ্॥

৪) জাহেলিয়াতের (মূর্খতার) অন্ধকার দূরীকরণে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান লাভঃ

ইসলাম এমন সময় এসেছে যখন মানুষ জাহেলিয়াতের শৃংখলে আবদ্ধ ছিল। মূর্খতার অন্ধকারে ছিল নিমজ্জিত। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ মানুষকে এই জাহেলিয়াত থেকে ইসলামে দিক্ষীত করার জন্য অসাধারণ প্রয়াস চালিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত বিরাট জাগরনের মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়ন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর পবিত্র সীরাত পাঠ করলেই আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে তাঁর প্রাণপণ প্রচেষ্টা এবং কঠিন প্ররিশ্রমের কাহিনী।

---

[1] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ রাসূলকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। হা/১৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ রাসূল ﷺকে পরিবার প্রভৃতির চাইতে অধিক ভালবাসা ওয়াজিব। হা/৬৩।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফাযায়েল, অনুচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর নিকট কোন কিছু চাইলেই তিনি কখনই না বলতেন না এবং তিনি প্রচুর দান করতেন। হা/৪২৭৫।

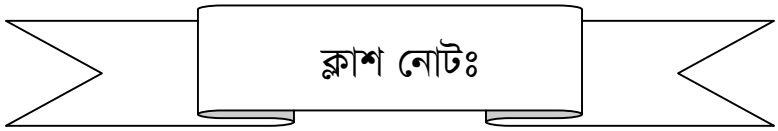
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

হ্যাঁ, সীরাতে নববী মুসলিম জীবনের গাইডার এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় নির্দেশনার মধ্যে একটি সর্বাধিক সঠিক চিত্র। নিঃসন্দেহে সীরাতে নববী হচ্ছে সর্বোত্তম রাসূল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর একটি উজ্জ্বল ইতিহাস ।

প্রশ্নমালাঃ

১। সীরতে নববীর সংজ্ঞা দাও। এবং উহার মর্যাদা বর্ণনা কর।

২। কয়েকটি কারণে আমরা মহানবীর জীবন চরিত পাঠ করব, কারণগুলো উল্লেখ কর।

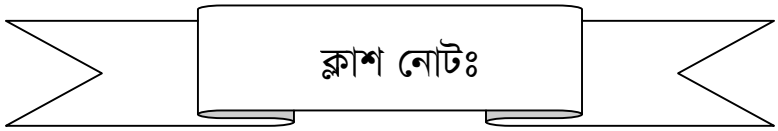
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ইসলামপূর্ব জাজীরাতুল আরব বা আরব উপ-দ্বীপের অবস্থাঃ

ভূমিকাঃ

আরব উপ-দ্বীপে অবস্থিত মক্কা ও মদীনা হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দু'টি শহর। মক্কা ছিল জনবসতিহীন একটি উপত্যকা। আল্লাহ তা'য়ালা নবী ইবরাহীম (আঃ)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্ত্রী 'হাজার' এবং পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে উক্ত উপত্যকায় রেখে আসতে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নবী ইবরাহীমের ভাষায় উক্ত ঘটনা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন।

﴿رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوْاالصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْــوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহ (ক'াবার) সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় অধিবাসী হিসেবে রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। (হে আল্লাহ) আপনি লোকদের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রুযী (জিবীকা) দান করুন, যাতে করে তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১]

আল্লাহ তা'য়ালা নবী ইবরাহীমের এই দু'আ মঞ্জুর করলেন। সেই উপত্যকায় ঈসমাঈল ও তার মায়ের জিবীকার জন্য "যম্‌যম" নামক কূপের সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর আরবের কতিপয় কবীলা (গোত্র) সেখানে এসে বসতি স্থাপন করল। শেষে মক্কা পরিণত হল একটি বড় শহরে। ইসমাঈল (আঃ) যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন, আল্লাহ্ ইবরাহীম (আঃ)কে নির্দেশ দিলেন ক'াবা ঘর তৈরী করার। এই মহান কাজে তাঁকে সহযোগিতা করলেন পুত্র ইসমাঈল (আঃ)। ইসমাঈল (আঃ) বিবাহ করেছিলেন আরবের একটি কবীলায়। তাঁর ঔরশে জম্ম নিল কয়েকটি সন্তান। অতঃপর তাদের থেকে আরো কয়েকটি কবীলার উদ্ভব হলো। সেই কবীলাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ ছিল কুরাইশ কবীলা। আর এখান থেকেই জম্ম গ্রহণ করেন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ রাসূল বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

সামাজিক অবস্থাঃ

ইসলামের পূর্বে আরব সমাজ বিভিন্ন কবীলা বা গোষ্ঠিতে বিভক্ত ছিল। কবীলা গঠিত হত কয়েকটি বংশ বা খান্দানকে নিয়ে। আর একটি বংশ ছিল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি। পরিবার হল বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে। কবীলার নেতৃত্বে ছিল একজন সরদার বা শেখ। সবাই তার আনুগত্য করত। তাই কবীলার প্রতিটি ব্যক্তি যুদ্ধ বা শান্তি সর্বাবস্থায় তাদের নেতার অনুসরণ করত। তারা নিজেদের কবীলার বিরুদ্ধে যে কোন শত্রুতার মোকাবেলায় সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকত। কবীলাগুলোর মাঝে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকত। এ সকল যুদ্ধ সাধারণতঃ পানি বা চারণভূমিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হত।

আরবগণ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ-

(১) শহরবাসীঃ এরা মক্কা, ইয়াসরেব (মদীনা) প্রভৃতি নগরে বসবাস করত। তাদের পেশা ছিল কৃষি, ব্যবসা, শিল্প ইত্যাদি।

(২) বেদুঈনঃ এরা সাধারণতঃ মরুভূমি অঞ্চলে গ্রাম এলাকায় বসবাস করত। তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রধান পেশা ছিল উট, ছাগল চরানো।

---

[1] সূরা ইবরাহীম/ ৩৭

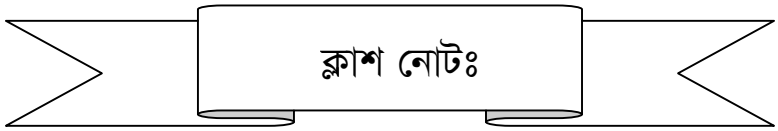
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

চারিত্রিক অবস্থা ঃ

ইসলামের পূর্বেও আরবদের মাঝে উত্তম চরিত্র পরিলক্ষিত ছিল। যেমন- দানশীলতা, প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধা, অঙ্গীকার রক্ষা, স্বীয় ইজ্জত সম্ভ্রমের প্রতি সদা জাগ্রত, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্থতা, প্রভৃতি। অপর দিকে খারাপ চরিত্রও কম ছিল না। যেমন- মদ্যপান, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রথিত করা, সুদ-ঘুষ, নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশা, ব্যাপকহারে যেনা-ব্যভিচার, নারীদেরকে হাটে-বাজারে বেচা-কেনা করা, কখনো তাদের সাথে পশু শুলভ আচরণ করা হত। অতঃপর ইসলাম এসে তাদের এই খারাপ চরিত্রগুলো অবৈধ ঘোষণা করল এবং উত্তম স্বভাবগুলো অবশিষ্ট রেখে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল।

রাজনৈতিক অবস্থাঃ

রাজনৈতিক দিক থেকে মানুষ সরদার এবং দাস অথবা রাজা এবং প্রজায় বিভক্ত ছিল। বিশেষ করে অনারব সরদারগণ ছিল ছাগলের মালিক, আর কৃতদাসগণ ছিল ছাগল দেখাশোনার দায়িত্বে এবং হারিয়ে যাওয়া বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতি পুরণের জিম্মাদার। অন্য কথায় প্রজারা ছিল ক্ষেত্রভূমির মত যার কাজ হল সরকারের নিকট উৎপাদিত দ্রব্য পৌঁছে দেয়া। অতঃপর সে উহা স্ফুর্তি ও প্রবৃত্তির খাহেশ মেটাতে এবং শত্রুতা ও জুলুমের পথে ব্যবহার করে। কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে মানুষ টু শব্দটিও করতে পারত না। এমনকি নানা প্রকার জুলুম-নির্যাতনের কশাঘাত তাদেরকে সহ্য করতে হত। অথচ প্রতিবাদ বা অভিযোগের ভাষা তাদের ছিল না। শাসন ব্যবস্থা ছিল 'জোর যার মুল্লুক তার'। মানবাধিকার ছিল সর্বক্ষেত্রে বিপর্যস্থ-পদদলিত। কবীলাগুলোর আভ্যন্তরীন অবস্থা ছিল শোচনীয়। সর্বদা তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। তাদের কাছে প্রাধান্য পেত গোত্রপ্রীতি এবং জাতিগত বা সংস্কারগত মতবিরোধ।

তাদের এমন কোন বাদশাহ ছিল না, যে তাদেরকে স্বাধীনভাবে নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা দেবে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করবে। বিপদ-আপদে তার উপর আস্থা রেখে ধৈর্যের সাথে উহা মোকাবেল করবে।

ধর্মীয় অবস্থাঃ

বহুদিন আগে মক্কা শরীফে ইবরাহীম (আঃ)এর ধর্মের আনুগত্য করে আল্লাহ্‌র ইবাদত (উপাসনা) প্রচলিত ছিল। এর অনুসারীদেরকে বলা হত "হুনাফা" (বা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী)। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষ ইবরাহীমের ধর্ম থেকে সরে যেতে থাকে। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের অন্ধানুকরণে হয়ে পড়ে মূর্তী পূজারী। কবীলার ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল বিভিন্ন ধরণের মূর্তী। এমনকি মুশরিকগণ মূর্তী দিয়েই মসজিদুল হারাম পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কা'বা ঘরেই ৩৬০টি মূর্তী পেয়েছিলেন যার সবগুলোকেই তিনি ভেঙ্গে চুরমার করেছিলেন।

যে সকল পদ্ধতিতে তারা মূর্তী পূজা করত তার মধ্যে ছিল- মূর্তীর উদ্দেশ্যে ই'তেকাফ করা, তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, বিপদ-আপদে উদ্ধার কামনা করা, নযর- মানত করা, আল্লাহ্‌র দরবারে তারা সুপারিশকারী এই বিশ্বাসে তাদের নিকট প্রার্থনা করা। এ সকল উদ্দেশ্যে পশু বলী (উৎসর্গ) দিত।

এ ছাড়া অধিক হারে প্রচলিত ছিল, জ্যোতির্বিদ্যা, যাদু-টোনা, ভবিষ্যদ্বাণী, ত্বিয়ারা ইত্যাদি (ত্বিয়ারা হচ্ছে- মুশরিকগণ কোন কিছু উদ্দেশ্য করে কোন পাখি বা পশুকে ছেড়ে দিত। তা যদি ডান দিকে যেত তবে উদ্দেশ্যে সফল হবে ভাবত। আর যদি বাম দিকে যেত তবে কাজে বিফলতার লক্ষণ হিসেবে বিশ্বাস করা হত।)

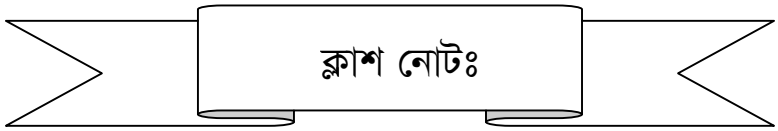
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

আরবদের জীবন পরিচালনায় ব্যবসা ছিল সবচাইতে বড় উসিলা। আর শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যতীত ব্যবসায়িক সফর মোটেও সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আরব উপ-দ্বীপে হারাম মাস ব্যতীত এই নিরাপত্তার ছিল বড়ই অভাব। হারাম মাস বলতে (জিলকা'দাহ্, জিলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও রজব) এই চার মাসকে বুঝানো হত। উল্লেখিত মাসগুলোতেই শুধু আরবের প্রসিদ্ধ বাজারগুলো জমে উঠত। যেমন- উকাজ, জিল মাজায, মাজান্নাহ ইত্যাদি।

শিল্প ক্ষেত্র থেকে আরবগণ ছিল বহু দূরে। অধিকাংশ শিল্প যেমন- পোশাক শিল্প, চামড়া শিল্প, যা আরবে পাওয়া যেত তা ছিল শুধু ইয়ামান, হিরা এবং শামের নিকটবর্তী এলাকায়। অবশ্য আরব উপদ্বীপ এলাকায় কৃষিকাজ-চাষাবাদ এবং পশুপালন করত। আরবের অধিকাংশ নারী সুতা কাটায় ব্যস্ত থাকত। কিন্তু যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী যুদ্ধের ডামাডোলায় বিনষ্ট হত। যে কারণে সমাজের সর্বস্থানে দেখা যেত নগ্নতা, দারিদ্রতা, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ।

প্রশ্নমালাঃ

১। মক্কা কিভাবে বড় শহরে পরিণত হল? তার বিবরণ দাও।

২। ইসলাম পূর্ব আরবের সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। আরবদের জীবন ধারনের জন্য প্রধান উপকরণ কি ছিল? সে সময় আরবে কি কি পেশা দেখা যেত?

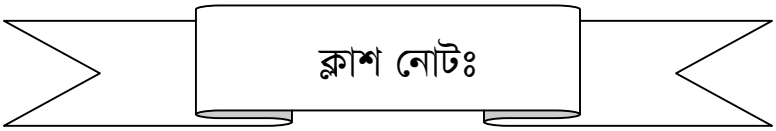
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর বংশ পরিচয়

তিনি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। পিতার নাম আবদুল্লাহ। তাঁর পিতামহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিব হাশেমের পুত্র। তাঁর বংশের নাম কুরাইশ। কুরাইশ আরবের একটি গোত্র বা কবীলার নাম। আরবগণ হলেন হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আঃ)এর বংশদ্ভুত।

عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)

আবু আম্মার শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি ওয়াছেলা বিন আসক্বা' বলেন, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলের সন্ত ানদের থেকে কেনানাকে নির্বাচিত করেছেন। কেনানার সন্তানদের থেকে নির্বাচিত করেছেন কুরাইশকে। কুরাইশের বংশ থেকে নির্বাচিত করেছেন হাশেমকে। আর হাশেমের বংশ থেকে নির্বাচিত করেছেন আমাকে।"[১]

নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন মক্কার একজন প্রাণবন্ত উত্তম যুবক। তিনি ওয়াহাবের কন্যা আমেনাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুদিন পর ব্যবসা উপলক্ষে তিনি শাম (সিরিয়া) সফর করেছিলেন। ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য ইয়াসরেব (মদীনা) গমন করেন। কিন্তু সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যু ছিল মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্মের সাত মাস পূর্বে।

মহানবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জন্ম লাভঃ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকার্‌রমায় জন্ম গ্রহণ করেন। তখন ছিল "আমুলফীল" বা হস্তী বছর। রবিউল আউআল মাসের ৯ তারিখ সোমবার দিন। (২০বা ২২ এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর মাতা বলেনঃ "তাঁর জন্মের সময় তাঁর নিকট থেকে একটি আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এবং তাতে শামের (সিরিয়া) প্রাসাদ পর্যন্ত আলোকিত হয়।"

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(رَأَتْ أُمِّي كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ)

আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "(আমার জন্মের সময়) আমার মাতা দেখেছেন, যেন একটি আলোকরশ্মি বের হচ্ছে যাতে শামের প্রাসাদ সমূহ আলোকিত হয়ে উঠেছে।"[২]

عَنِ عُبَادَةَ بْنَ الصَامِتْ قَالَ:قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ آخِرُ مَنْ بَشَّرَ بِيْ عِسَى ابْنُ مَرْيَم)

---

[1] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফাযায়েল, অনুচ্ছেদঃ সৃষ্টিকুলের উপর আমাদের নবীর মর্যাদা। হা/৪২২১।

[2] . [ছহীহ] ইবনু সা'দ ত্বাবাক্বাত কুবরা গ্রন্থে। অধ্যায়ঃ নবী (ছাঃ)এর জন্মের আলোচনা। ১/৪৩৬০ পৃঃ। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/ ৩৪৫১, সিলসিলা ছহীহা হা/ ১৫৪৬, ১৯২৫।

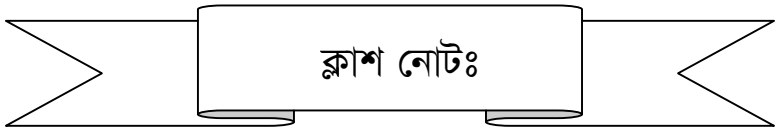
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

উবাদা বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি ইবরাহীম (আঃ)এর দু'আর ফল। আর ঈসা বিন মারইয়াম (আঃ) যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তার মধ্যে সর্বশেষ।"[১]

তাঁকে পেয়ে দাদা আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত খুশি হন এবং নাম রাখেন "মুহাম্মাদ"। তাঁকে নিয়ে কা'বা ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর সপ্তম দিবসে তাঁর খাতনা করেন।

হস্তী বাহীনির কাহিনীঃ

ঘটনাটি সংক্ষেপে এরূপঃ আবরাহা হাবশী ছিল বাদশা নাজ্জাশীর প্রতিনিধি হিসেবে ইয়ামেনের গভর্ণর। সে দেখল আরবগণ কা'বা ঘরের হজ্জ পালন করছে। তখন সে বিরাট আকারে একটি গীর্জা তৈরী করল এবং আরবদের নির্দেশ দিল এই ঘরের হজ্জ পালন করার। বানী কেননা গোত্রের এক ব্যক্তি একথা শুনে রাতের অন্ধকারে উক্ত গীর্জায় প্রবেশ করল এবং তার সম্মুখ ভাগে দূর্গন্ধময় ময়লা লেপন করে পালিয়ে গেল।

আবরাহা এ খবর জানতে পেরে ক্রোধে ফেটে পড়ল। অতঃপর ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কা'বা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। সবচাইতে বড় হাতিটি নির্দিষ্ট করল নিজের জন্য। সৈন্য বাহিনীতে ছিল **১৩**টি হস্তী এবং ৯টি হস্তীনী। 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে সৈন্য সমেত হস্তী বাহিনীকে প্রস্তুত করা হল এবং মক্কায় প্রবেশের জন্য তৈরী হল। বাহিনী যখন মিনা এবং মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে 'মুহাস্সার' নামক উপত্যকায় পৌঁছল তখন হাতিগুলো বসে পড়ল। যখনই তাদেরকে উত্তর-দক্ষীণ বা পূর্ব দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হত সেগুলো দ্রুত সে দিকে ছুটত। কিন্তু কা'বার দিকে ফেরালেই তারা বসে পড়ত।

আবরাহার বাহিনী যখন এই অবস্থায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করলেন- তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী; যেগুলো তাদের উপর পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দেন ভক্ষিত তৃণ সদৃশ। পাখীগুলো আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল। কিন্তু এ জাতীয় পাখী পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। প্রতিটি পাখীর সাথে ৩টি করে পাথর ছিল। একটি ঠোঁটে, বাকী দু'টি দু'পায়ে। কঙ্করগুলো ছিল বুটের দানা সদৃশ। এ কঙ্কর যাকেই স্পর্শ করত তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেত। তারা দৌড়া-দৌড়ি করে পালাতে গিয়ে একজন আর একজনের উপর পড়তে লাগল। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে পতঙ্গের মত মারা পড়ে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল মুহার্‌রম মাসে। অধিকাংশের মতে মহানবীর জন্মের ৫০ অথবা ৫৫ দিন পূর্বে।

মহানবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) **দুগ্ধ পানঃ**

আরবের শহরবাসীদের অভ্যাস ছিল তাদের নবজাতক শিশুর জন্য দুধমাতা অনুসন্ধান করা। যাতে করে সন্তানরা শহর থেকে দূরে কোথাও অসুখ-বিসুখ মুক্ত পরিবেশে থাকতে পারে। গ্রামীণ আবহাওয়ায় বড় হয়ে শারীরিক শক্তি অর্জন করতে পারে এবং শিশুকাল থেকেই বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে পারে।

জন্মের পর মহানবীকে তাঁর মাতা কিছুকাল দুধ পান করিয়েছিলেন। অতঃপর হালিমা সা'দীয়া নাম্নী এক দুধমাতার নিকট তাঁকে সমর্পণ করেন। হালিমা (রাঃ) তাঁকে সা'দ গোত্রের গ্রামে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান।

---

[1] . [ছহীহ] ইবনু আসাকের বায়ান ওয়া তা'রীফ গ্রন্থে হা/ ৭৮৩। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/১৪৬৩, সিলসিলা ছহীহা হা/ ১৫৪৬।

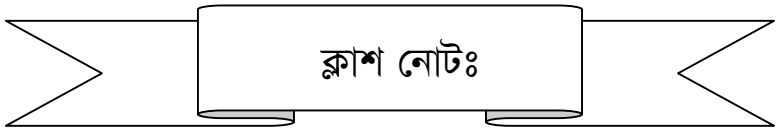
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

মহানবীর বরকতে তিনি অনেক আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেন। তাঁর পশুগুলো অধিকহারে দুধ দিতে লাগে, মোটা-তাজা হতে লাগে। এমনকি শুস্ক যমীনও নতুন ঘাসে সবুজ ভূমিতে পরিণত হয়।

দুধ পানের দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর হালিমা মহানবীকে তাঁর মাতার নিকট নিয়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা মহানবীকে আরো কিছু দিন রেখে দেয়া, তাই মাতাকে বললেনঃ আমি আশঙ্কা করছি শিশুকে মক্কার সংক্রামক কোন রোগে আক্রান্ত করতে পারে। তাই তাঁকে আমার কাছে আরো কিছু দিন রেখে দিন। মা আমেনা তাঁকে সে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এভাবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বানী সা'দ গোত্রে আরো কয়েক বছর রয়ে গেলেন।

বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনাঃ

তাঁর বয়স যখন চার অথবা পাঁচ বছর তখন ঘটে গেল 'বক্ষ বিদীর্ণের' ঘটনা। সহীহ মুসলিমে

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِي ظِئْرَهُ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শিশু-কিশোরদের সাথে খেলা-ধুলা করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরীল (আঃ) এসে তাঁকে ধরে চিৎ করে শোয়ালেন। অতঃপর বক্ষ বিদীর্ণ করে ক্বলব বা অন্তকরণ বের করলেন এবং সেখান থেকে একটি টুকরা বের করে বললেনঃ আপনার মধ্যে এটা শয়তানের অংশ। তারপর স্বর্ণের পিয়ালায় রাখা যম্‌যম্ পানি দ্বারা উহা ধৌত করলেন এবং যখম বন্ধ করে উহা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিয়ে চলে গেলেন। শিশুরা দৌড়ে গিয়ে তাঁর মাতা- অর্থাৎ দুধ মাতাকে সংবাদ দিল যে, মুহাম্মাদকে মেরে ফেলা হয়েছে। তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মহানবীকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখতে পেলেন। আনাস বলেন, আমি তাঁর বুকে ঐ সিলাইয়ের দাগ দেখেছি।[১]

স্নেহময়ী মাতার নিকট এবং পিতামহ আবদুল মুত্তালিব অতঃপর চাচা আবু তালেবের তাঁর দায়িত্ব গ্রহণঃ

এ ঘটনার পর দুধমাতা হালিমা (রাঃ) শিশু মুহাম্মাদের জীবনের উপর বিপদের আশঙ্কায় তাঁকে মা আমিনার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি মায়ের নিকট ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করলেন।

মহানবীর ৬ বছর বয়সে তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন পিতামহ আবদুল মুত্তালিব। তিনি মহানবীকে অত্যন্ত আদর ও স্নেহ করতেন এবং ভালবাসতেন এমনকি তাঁকে স্বীয় সন্তানদের উপর প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু মহানবীর ৮ বছর বয়সে পদার্পণ করতেই দাদাও ইহধাম ত্যাগ করলেন।

তাঁর দেখা শুনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন চাচা আবু তালিব। তিনিও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আর মহানবী মুহাম্মাদও পিতৃব্যকে খুব ভালবাসতেন। তাই শিশু কালেই তিনি চাচার ব্যবসায়িক সফরে তাঁর সাথে শামের (সিরিয়া) পথে বেরিয়ে পড়েন।

---

[1] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ ﷺকে আকাশে ভ্রমণ করানো এবং নামায ফরয হওয়া।

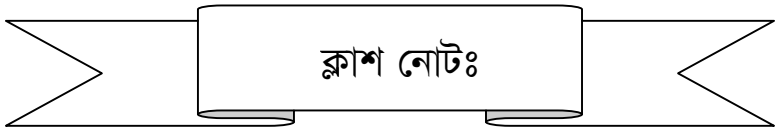
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

বুহাইরা রাহেব ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বয়স যখন ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন তখন আবু তালিব ব্যবসায়িক সফরে তাঁকে সাথে নিয়ে শাম তথা সিরিয়া রাওয়ানা হন।

আবু বকর বিন আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন। আবু তালেব ব্যবসায়িক সফরে শামের উদ্দেশ্যে সফর করলেন, কুরাইশ গোত্রের একদল প্রবীণ লোকের সাথে নবী ﷺও ছিলেন। তারা সিরিয়ার উপকণ্ঠ বসরায় পৌঁছলেন। এ শহরে 'বুহাইরা' নামে খ্যাত একজন রাহেব (পাদ্রী) থাকত। তার প্রকৃত নাম ছিল "জারজীস"। কাফেলা এই শহরে বিশ্রামের জন্য অবস্থান নিলে বুহাইরা তাদেরকে নিমন্ত্রন করে সম্মানিত করলেন। অথচ ইতোপূর্বে এরকম অনেকবার তারা সেখান দিয়ে গমণ করেছেন কিন্তু পাদ্রী কখনই এভাবে গীর্জা থেকে বের হতেন না। তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও করতেন না। পাদ্রী কাফেলার লোকদের মাঝে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাত ধরলেন এবং বললেনঃ 'ইনি জগতের নেতা, তাঁকে আল্লাহ্ সমগ্র জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করবেন।' কুরাইশের লোকেরা জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি কিভাবে একথা জানতে পারলেন?

তিনি বললেনঃ আপনারা যখন 'আক্বাবা' হয়ে আসছিলেন, তখন প্রতিটি পাথর, বৃক্ষ তাঁকে সিজদা করছিল। আর এগুলো নবী ব্যতীত কোন সৃষ্টিকে সিজদা করেনা। তাছাড়া আমি তাঁকে চিনেছি "খতমে নবুওতের" মাধ্যমে যা আপেল সদৃশ্য তাঁর পৃষ্ঠদেশে রয়েছে। একথা বলে তিনি নিজ গীর্জায় ফিরে গেলেন এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলেন। খাদ্যদ্রব্যসহ যখন তিনি তাদের কাছে আসেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের পাল চরাতে গিয়েছিলেন। পাদ্রী বললেন, তোমরা তাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা কর। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিরে এলেন, তখন একখন্ড মেঘ তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করছিল এবং কাফেলার লোকেরা গাছের ছায়ায় বসা ছিল। তিনি বসে পড়লে গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাদ্রী বলেন, তোমরা গাছের ছায়ার দিকে লক্ষ্য কর, ছায়াটি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রাবী বলেন, ইত্যবসরে পাদ্রী তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে শপথ দিয়ে বলছিলেন, তোমরা তাঁকে নিয়ে রোম সম্রাজ্যে যেও না। কেননা রূমীরা যদি তাঁকে দেখে তবে তাঁকে চিহ্নগুলোর দ্বারা সনাক্ত করে ফেলবে এবং হত্যা করে ফেলবে।

এমতাবস্থায় পাদ্রী লক্ষ্য করলেন, রোমের সাতজন লোক তাদের দিকে আসছে। পাদ্রী তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন এসেছো? তারা বলল, এমাসে আখেরী যামানার নবীর আবির্ভাব হবে। তাই যাতায়াতের প্রতিটি রাস্তায় লোক পাঠানো হয়েছে, কোন রাস্তাই বাদ নাই। আমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, তাই আমাদের আপনাদের পথে পাঠানো হয়েছে। পাদ্রী রোমী নাগরিকদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের পেছনে তোমাদের চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তি আছে কি? (কোন পাদ্রী তোমাদেরকে এই নবীর সংবাদ দিয়েছে কি?) তারা বলল, আপনার রাস্তায়ই আমাদেরকে ঐ নবীর আগমণের সংবাদ দেয়া হয়েছে। পাদ্রী বললেন, তোমাদের কি মত, আল্লাহ তা'আলা যদি কোন কাজ করার সংকল্প করেন তবে কোন মানুষের পক্ষে তা প্রতিহত করা কি সম্ভব? তারা বলল, না। (অর্থাৎ- শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটবেই কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।)

রাবী বলেন, অতঃপর পাদ্রী বললেন, তোমরা তাঁর (প্রতিশ্রুত নবীর) নিকট আনুগত্যের শপথ কর এবং তাঁর সহচর্য অবলম্বন কর। অতঃপর পাদ্রী (কুরাইশ কাফেলাকে) আল্লাহর নামে শপথ করে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর অভিভাবক? লোকেরা বলল, আবু তালিব। পাদ্রী আবু তালিবকে অবিরতভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে তাঁকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবু তালিব নবী

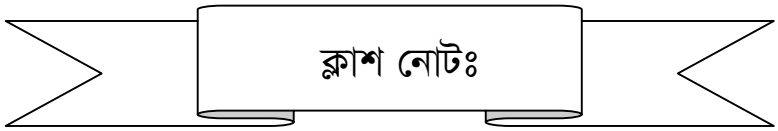
ক্লাশ নোটঃ

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং আবু বকর ও বেলাল (রাঃ)কে তাঁর সাথে দেন। আর পাদ্রী তাঁকে পাথেয় হিসেবে কিছু রুটি ও যায়তুনের তৈল প্রদান করেন।[১]

হারবুল ফুজ্জারঃ

নবীজির বয়স ১৫ বছরের সময় সংঘটিত হয় হারবুল ফুজ্জার (বা পাপাচারীদের যুদ্ধ)। এই যুদ্ধ ছিল কুরাইশ ও কেনানা গোত্রের সাথে আইলানের কাইস গোত্রের। এ যুদ্ধের নামকরণ হারবুল ফুজ্জার হওয়ার কারণ হলো-তারা এই যুদ্ধটি আশহুরে হুরুম তথা নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতৃব্যদেরকে তীর প্রস্তুত করে দিতেন।

হিলফুল ফযুলঃ (সম্মানিতদের চুক্তি)

উল্লেখিত যুদ্ধের পরেই জিলক্বা'দ মাসে গঠন করা হয় 'হিলফুল ফযূল'। কুরাইশের সকল গোত্রকে তাতে আহবান করা হয়। তারা একত্রিত হয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, মক্কার কোন অধিবাসী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যদি নীপিড়িত হয় তবে তারা সবাই তার পক্ষে অবস্থান নেবে। এবং অত্যাচার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা অত্যাচারীর বিপক্ষে অবস্থান নেবে। এই হিলফে (চুক্তিতে) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অংশ নিয়েছিলেন।

নবুয়তের সম্মানিত পয়গাম পাওয়ার পর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

﴿عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدْتُ غُلَامًا مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ﴾

আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার পিতৃব্যদের সাথে 'সম্মানিত লোকদের চুক্তি'[২]তে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি ছিলাম একজন কিশোর। এই চুক্তি সমূহ রক্ষা করা আমার নিকট একটি 'লাল উট' পাওয়ার চেয়ে উত্তম।"[৩]

প্রশ্নঃ

১। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বংশ পরিচয় দাও। তিনি কোন গোত্রের ছিলেন? তাঁর মাতা কে ছিলেন?
২। নবীজি কখন জম্ম গ্রহন করেন?
৩। হস্তী বাহিনীর কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর দুধমাতা কে ছিলেন? তিনি কতদিন তাঁর নিকট ছিলেন?
৫। বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা কখন ঘটে? মাতা আমিনার নিকট ফিরে আসার সময় তাঁর বয়স কত ছিল?
৬। পিতৃব্য আবু তালিবের সহিত কখন সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন? বুহাইরা রাহেবের কিচ্ছা সংক্ষেপে লিখ।
৭। টিকা লিখ ঃ হারবুল ফুজ্জার, হিলফুল ফুজুল।

---

[1] . [ছহীহ] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ মানাক্বেব, অনুচ্ছেদঃ নবী ﷺ এর নবুওতের সূচনা। হা/৩৫৫৩। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, মিশকাত হা/ ৫১ ও ৫৯১৮। কিন্তু এখানে বেলালের উল্লেখ সঠিক নয়।

[2] . এ চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীগণ ছিলেন, বনু হাশেম, বনু যাহরা ও বনু তাইমের গোত্র প্রধানগণ, এজন্য এটাকে সম্মানিতদের চুক্তি বলা হয়।

[৩] . [ছহীহ] মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৮৬। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, ছহীহুল জামে হা/৩৭১৭। সিলসিলা ছহীহা হা/১৯০০।

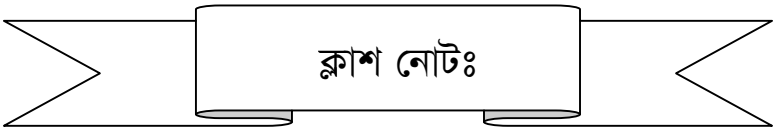
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

নবীজির বিবাহ এবং সন্তানাদীঃ

খাদীজার সাথে বিবাহঃ

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ছোট থেকেই মক্কায় অতি অল্প বেতনে ছাগলের রাখালী করতেন। কওমের লোকেরা তাঁর সত্যবাদীতা এবং বিশ্বস্থতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আল্ আমীন (বিশ্বস্থ) উপাধিতে ভূষিত করে।

সে সময় মক্কায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের মধ্যে খাদীজা বিনতে খুয়াইলেদ নাম্নী এক ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সততা ও বিশ্বস্থতার ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছেন। তাই তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সাথে স্বীয় সম্পদে ব্যবসায়িক একটি চুক্তি করলেন। সে সময় নবীজি ২৫ বছরের যুবক। তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্য নিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হলেন। বেচা-কেনা করে প্রচুর লাভবান হয়ে দেশে ফিরলেন। 'মাইসারা' নামক খাদীজার একজন খাদেম নবীজির সফর সঙ্গী ছিল। সে ফিরে এসে মালিকের নিকট মহানবীর গুণগান গাইতে লাগল। তাঁর উন্নত চরিত্র, আমানতদারী, বিনয়, তাঁর বরকত, তাঁর প্রতি মানুষের ভালবাসা ইত্যাদি কোন কিছুই বাদ পড়ল না তার বর্ণনা থেকে। এ সব কথায় মহানবীর ব্যক্তিত্বে খাদীজা বিস্মিত হলেন এবং তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আকাংখিতা হলেন।

পিতৃব্য আবু তালিবের মাধ্যমে প্রস্তাব হল। এবং মহানবীর সাথে খাদীজার বিবাহ সম্পন্ন হল। সে সময় খাদীজার বয়স ছিল ৪০ আর নবীজির বয়স ২৫।

খাদীজা (রাঃ) নবীজির সহিত ২৫ বছর সংসার করেছেন। তিনি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ জীবন সঙ্গীনী এবং উত্তম সহযোগী। তিনি ছিলেন মহানবীর প্রথমা স্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আর কোন মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন নি। ইবরাহীম ব্যতীত তাঁর সমস্ত সন্তান খাদীজারই গর্ভজাত ছিল।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সন্তানঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মোট ৭জন সন্তান দান করেছিলেন। ইবরাহীম ব্যতীত সবাই ছিলেন খাদীজার (রাঃ) গর্ভের। আর ইবরাহীম ছিলেন মারিয়ার গর্ভজাত সন্তান।

খাদীজা (রাঃ) থেকে তাঁর গর্ভজাত সন্তানগণ হলেনঃ-

১)কাসেম: মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে এই (আবুল কাসেম) উপনামে ডাকা করা হত।

২) আবদুল্লাহ: এঁর উপাধি ছিল তাইয়েব ও তাহির।

এঁরা উভয়ে ইসলামের পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করেন। তবে তাঁর কন্যাগণ সকলেই জীবিত ছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরতও করেছিলেন। তাঁরা ছিলেনঃ

১) যায়নাব (২) রুক্বাইয়া (৩) উম্মে কুলছুম (৪) ফাতিমা (রাঃ)

ফাতিমা ব্যতীত এঁরা সকলেই নবীজির জিবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। ফাতিমা (রাঃ) তাঁর ইন্তিকালের ৬ মাস পর মৃত্যু বরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সন্তানগণ ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপঃ-

কাশেম, যায়নাব, রুক্বাইয়া, উম্মে কুলছুম, ফাতিমা, আবদুল্লাহ ও ইবরাহীম (রাজি আল্লাহু তাআ'লা আনহুম)

কা'বা ঘর সংস্করণ এবং হাজরে আসওয়াদের ঘটনাঃ

মক্কা বাসীগণ দেখল যে, কা'বা শরীফের ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে। উহার দেয়াল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তাই কুরাইশ সর্দারগণ কা'বা ঘরকে পূরাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন ভাবে তা সংস্কারের ব্যাপারে ঐক্যমত হল। এ কাজে সকল গোত্রই অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ঘর তৈরীর পর হাজরে

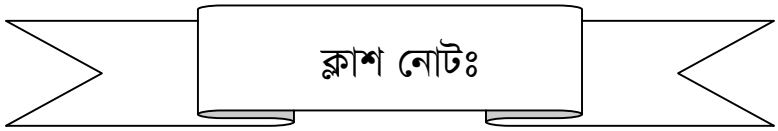
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

আসওয়াদকে তার নির্দিষ্ট স্থানে রেখে কে সম্মানের অধিকারী হবে এ নিয়ে তাদের মাঝে প্রচন্ড মতবিরোধ দেখা দিল। এমন কি তাদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হল। অবশেষে তারা ঐক্যমতে পৌঁছল যে, 'বাবে শাইবা' নামক দরজা দিয়ে প্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে সে হবে তাদের মাঝে ফায়সালাকারী।

দেখা গেল সেই দরজা দিয়ে প্রবেশকারী ছিলেন মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। তাঁকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠল ইনি আল-আমীন (বিশ্বস্থ)। আমরা তাঁর ফায়সালা গ্রহন করব। কেননা, তারা তাঁর সততা ও আমানতদারী সম্পর্কে সবাই জ্ঞাত ছিল। সুতরাং বিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে বলা হল। তিনি বললেনঃ একটি কাপড় নিয়ে আসুন। তিনি কাপড়টি মাটিতে বিছিয়ে তার মধ্যখানে পাথরটি রেখে দিলেন এবং বললেনঃ প্রত্যেক গোত্র কাপড়ের একটি অংশ ধরে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে চলুন। অতঃপর নবীজি পাথরটি নিজ হাতে যথাস্থানে রেখে দিলেন। এতে সবাই খুশি হল। এ ফায়সালা ছিল নবীজির বলিষ্ঠ নীতি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জলন্ত প্রমাণ।

নবুওতের পূর্বে সংক্ষিপ্তাকারে সীরাতে নববীঃ

মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর কওমের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্র, সম্মানিত গুণরাজী, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও বিনয়ী স্বভাবে ভূষিত অসাধারণ মানুষ। তিনি ছিলেন অতি ভদ্র প্রতিবেশী, অধিক ধৈর্য্যশীল, পবিত্রাত্মা, কল্যাণকামী, পূণ্যশীল, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, আমানতদার (বিশ্বস্থ)।

উল্লেখিত সৎ স্বভাব ও মহান শিষ্টাচারের কারণে জাতির লোকেরা নবুওতের পূর্বেই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি তেমনই ছিলেন, যেমন উম্মুল মু'মেনীন খাদীজা (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেনঃ "তিনি বিপদ গ্রস্থের বোঝা বহন করেন, বঞ্চিত ও অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, অতিথি সেবা এবং সত্যপথের বিপদগ্রস্থদেরকে সহযোগিতা করেন।"[১]

প্রশ্নঃ

১।কৈশরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কি কাজ করতেন? তাঁর উপাধি কি ছিল? এই উপাধিতে ভূষিত হওয়ার কারণ কি?

২। খাদীজা (রাঃ) কি কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী হয়েছিলেন?

৩।শুণ্যস্থান পূরণ করঃ-

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খাদীজা বিনতে .... কে বিবাহ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল.....। খাদীজার বয়স ছিল.....। তাঁদের সংসার .....বছর চলেছে। ..... ব্যতীত সব সন্তান খাদীজার গর্ভজাত। তিনি ছিলেন..... এর গর্ভজাত।

৪। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর কত জন সন্তান ছিলেন? কতজন ছেলে এবং কতজন মেয়ে? ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের নাম উল্লেখ কর।

৫। হাজরে আসওয়াদের ঘটনা উল্লেখ কর। সে সময় মহানবীর বয়স কত ছিল?

---

[1] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ ওহীর সূচনা, অধ্যায়ঃ ওহীর প্রারম্ভিকা। হা/৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট ওহীর সূচনা। হা/২৩১।

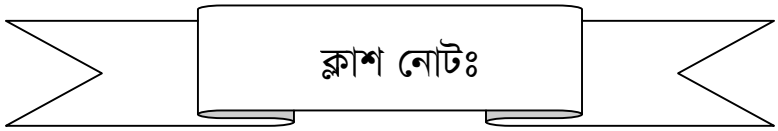
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

নবুওতের সূচনাঃ

হেরা গুহায়ঃ

মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জীবন পরিচালনায় জাতির লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। তারাও তাঁকে ভালবাসে। তিনি প্রতিটি কল্যাণকর কাজে তাদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন। আত্বীয়-স্বজনও তাঁকে ভালবাসে, বিপদাপদে এগিয়ে আসে, সহযোগিতা করে। কিন্তু তিনি জাতির লোকদের অসদাচারণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যেমন- মূর্তী পূজা, মদ্যপান, জুয়া ইত্যাদি। জাতির পথভ্রষ্টতায় সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকতেন। তাই তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে সদাচেষ্টা করতেন। অবশ্য উপাকারী ও মঙ্গলজনক বিষয়ে তাদের সাথেই থাকতেন। এভাবে তিনি যথাসাধ্য নির্জনতার প্রতি ঝুকে পড়েন।

আর এজন্য বেছে নেন ছোট একটি গুহা-'নূর' নামক পর্বতে। গুহাটির নাম ছিল 'গারে হেরা' (বা হেরা গুহা)। পাহাড়টির অবস্থান মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে। গুহাটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি গহ্বর। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সেখানে পৌঁছতে সময় লাগত প্রায় অর্ধঘন্টা। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সাধারণ অভ্যাস ছিল বছরে একমাস সেই গুহায় অবস্থন করা। সে সময় তিনি চিন্তামগ্ন থাকতেন এবং ইবরাহীম (আঃ)এর ধর্ম অনুযায়ী ইবাদতে মাশগুল থাকতেন।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে চিন্তামগ্ন রাখতেন এবং বিরাট আমানতের মহান দায়িত্ব পালন এবং পৃথিবীর চিত্র পরিবর্তনের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য এই নিঃসঙ্গতার ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দেয়ার তিন বছর পূর্বে। তিনি প্রায় ১ মাস নিঃসঙ্গভাবে সময় কাটাতেন। এবং এই দিব্যজগতের পিছনে লুকায়িত অদৃশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ফিকিরে মশগুল থাকতেন।

জিবরীল (আঃ) এর ওহী (প্রত্যাদেশ) নিয়ে অবতরণঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ৪০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তাঁর নিকট নবুওতের আলামত প্রকাশ পেতে লাগল। সেই আলামতগুলো ছিল নিদ্রাবস্থায় সত্য স্বপ্ন। তাঁর স্বপ্নগুলো প্রভাতের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিত।

এভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হল। নবুওতের মেয়াদ ছিল ২৩ বছর। সুতরাং এই স্বপ্নগুলো ছিল নবুওতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। মহানবীর হেরা গুহায় নির্জনতার তৃতীয় বছরের রামাযান মাস। আল্লাহ তা'আলা জিবরীলের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

সময়টি ছিল রামাযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার দিবাগত রাত। ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। চান্দ্র মাসের হিসাব মোতাবেক সে সময় নবীজির বয়স ছিল ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।

উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ প্রথমে যে ওহী রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আসত তা হলো ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হতো। এরপর তাঁর নিকট নির্জন জীবন-যাপন ভাল লাগল। তাই তিনি একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত নিজ পরিবরের নিকট না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পরে তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর নিকট ফিরে এসে আবার ঐরূপ কয়েকদিনের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় থাকা কালে তাঁর নিকট সত্য (ওহী) এলো। জিবরীল ফেরেশতা সেখানে এসে তাঁকে বলেনঃ 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি

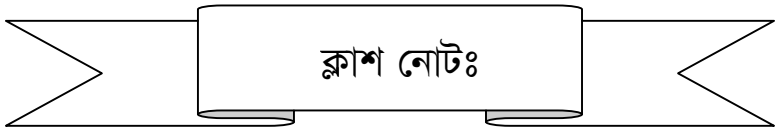
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

বলেনঃ ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এত জোরে আলিঙ্গন করলেন যে এতে আমি চরম কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেনঃ 'পড়ুন"। আমি বললামঃ আমি পড়তে পারি না। তখন তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হলো। এরপর আমাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে পড়তে বললেন। আমি বললামঃ আমি পড়তে পারি না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ফেরেশতা তৃতীয় বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾

অর্থাৎ- "আপনার রবের নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আপনার রব সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। (সূরা আলাক ১-৩)

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এই আয়াতগুলো আয়ত্ব করে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি বিবি খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদের নিকট এসে বললেনঃ (زملـــوني، زملـــوني) "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে ভয় কেটে গেলে তিনি খাদিজা (রাঃ)এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশঙ্কা বোধ করছি। খাদিজা (রাঃ) সান্তনা দিয়ে বললেন, না, ভয় নেই। আল্লাহর কসম, তিনি কখনই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বল ও দুঃখীদের খেদমত করেন, বঞ্চিত ও অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন এবং সত্যপথের বিপদ গ্রস্থদেরকে সাহায্য করেন। খাদিজা (রাঃ) তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই অরাকা ইবনে নওফল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যার নিকট চলে গেলেন। অরাকা জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও তওফীক অনুযায়ী তিনি ইঞ্জিলের অনেকাংশ (সুরাইয়ানী ভাষা থেকে) ঈবরাণী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গেছিলেন। খাদিজা (রাঃ) তাঁকে তার ভাতিজা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট থেকে সব কথা শুনতে বললেন। অরাকা তাঁর ভাতিজার বক্তব্য শুনতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাকে তাঁর সব ঘটনা শুনালেন। অরাকা তাঁকে বললেন, এ সেই রহস্যময় জিবরীল ফেরেশতা যাঁকে মূসা (আঃ)এর নিকট আল্লাহ নাযিল করেন। আমি যদি তোমার নবুয়াতের সময় বলবান যুবক থাকতাম! হায় আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে!! রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অরাকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে (দুনিয়ায়) এসেছ, তদ্রুপ কোন কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। তারপর অরাকা ইন্তেকাল করলেন এবং ওহীও কিছু দিন পর্যন্ত স্থগিত রইল।"[১]

[1] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ ওহীর সূচনা, অধ্যায়ঃ ওহীর প্রারম্ভিকা। হা/৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট ওহীর সূচনা। হা/২৩১।

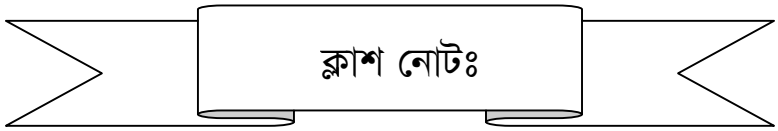
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ওহীর স্থগিতকালঃ

কতকাল ওহী স্থগিত ছিল সে সম্পর্কে ইবনু সা'দ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ উহা কয়েক দিন ছিল।

ওহী বন্ধের সময় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুটা চিন্তাযুক্ত ও বিষন্ন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। তিনি অস্থিরতা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকতেন। ছহীহ্ বুখারীর কিতাবুত্ তাবীরে একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ "ওহীর আগমণ স্থগিত হওয়ার পর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতটা অস্থিরতা ও চিন্তার মধ্যে পড়েছিলেন যে, কয়েকবার উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন সেখান থেকে লাফিয়ে নীচে পড়বেন। কিন্তু পাহাড়ে উঠার পর জিবরীল (আঃ) আসতেন এবং বলতেন, হে মুহাম্মাদ আপনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। একথা শোনার পর তিনি থমকে দাঁড়াতেন। আর উদ্বেগ-অস্থিরতা কেটে যেত। প্রশান্ত মনে তিনি ঘরে ফিরতেন। পূণরায় ওহী না আসার কারণে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন এবং পাহাড়ে গিয়ে উঠতেন। সেখানে জিবরীল (আঃ) এসে হাযির হতেন এবং বলতেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল।"[১]

দ্বিতীয়বার জিবরীল (আঃ)এর ওহী নিয়ে অবতরণঃ

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেনঃ ওহীর বিচ্ছিন্নতাকাল কয়েক দিন ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অন্তর থেকে ভীতি দূর করা। পূণরায় ওহীর প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া।[২]

অতঃপর দুশ্চিন্তার ছায়া যখন দূরীভূত হয়, সত্যের আলামত তাঁর নিকট প্রকাশ পেতে লাগল। এবং তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিশ্চিত হলেন যে, সত্যই তিনি মহান আল্লাহর নবী হয়েছেন। যিনি তাঁর নিকট এসেছেন তিনি ওহী দূত। তাঁর নিকট আকাশের সংবাদ নিয়ে আসাই তাঁর কাজ। তখন জিবরীল (আঃ) দ্বিতীয় বার তাঁর নিকট আগমন করলেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট থেকে শুনেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ) إِلَى قَوْلِهِ (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ﴾

"একদা আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এমন সময় উপর দিক থেকে কোন আওয়াজ শুনতে পাই। উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পাই যে, হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতা শুন্য মন্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গুহার অনুরূপ আবার আমি ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। গৃহে ফিরে গিয়ে বললামঃ زملوني، زملوني আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)..... "হে বস্ত্রাবৃত। উঠুন, সতর্ক করুন। আপন পালনকর্তার মহাত্ব ঘোষণা কারুন। ..... এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" (সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ১-৫)

অতঃপর ওহীর আর বিরতি ছিলনা। পরস্পর ওহী নাযিল হতে থাকে।"[৩] (সহীহ বুখারী)

---

[1] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ তা'বীর, অধ্যায়ঃ ওহীর প্রারম্ভিকা ছিল সৎ স্বপ্নের মাধ্যমে। হা/৬৪৬৭।

[2] . ফাতহুল বারী ইবনু হাজার ১/৪০ পৃঃ।

[3] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ ওহীর সূচনা, অধ্যায়ঃ ওহীর প্রারম্ভিকা। হা/৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট ওহীর সূচনা। হা/২৩১।

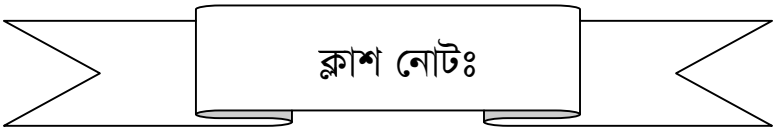
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ওহীর প্রকার ভেদ সম্পর্কে একটি আলোকপাতঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) ওহীর পর্যায়গুলো উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ[১]

১) সত্য স্বপ্ন। ইহা ছিল মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট ওহীর সূচনা মাধ্যম।

২) ফেরেশতা যে সকল বিষয় তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত করতেন। অথচ তিনি ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন না। যেমন আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

(إِنَّ رُوْحَ القُدُسِ نَفَثَ فِي رُوْعِي أَنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَها ، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ تعالى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِه)

পবিত্রাত্মা (জিবরীল আঃ) আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছে যে, "কোন প্রাণী তার নির্ধারিত জীবিকা গ্রহণ করা ব্যতীত কখনই মৃত্যু বরণ করবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জীবিকা অনুসন্ধানে বা প্রার্থনায় সুন্দর পন্থা অবলম্বন কর। জীবিকা উপার্জনের বিলম্ব তোমাদেরকে যেন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে উহা অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ না করে। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত তাঁর ভান্ডার থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না।"[২]

৩) ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাঁর নিকট আগমন করতেন। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে কিছু বলতেন যাতে করে তিনি কথিত বক্তব্য ধারণ করতে পারেন। এই অবস্থায় কখনও সাহাবীগণ ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

৪) কখনো ফেরেশতা আগমন করতেন ঘন্টা ধ্বনির মত ঝন্ ঝন্ শব্দ করে। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর শরীরে মিশে যেতেন। এই অবস্থাটা তাঁর নিকট খুবই কঠিন মনে হতো। এমন কি কনকনে ঠান্ডার দিনেও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।

৫) কখনো ফেরেশতাকে তার সৃষ্টির মূল আকৃতিতে দেখতে পেতেন। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তিনি ওহী করতেন। এ ধরনের অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর জীবনে দু'বার হয়েছিল। এ কথা সূরা নজমে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। (দেখুন সূরা নজম ৮-১৪)

৬) আল্লাহ তা'আলা সরাসরি যা ওহী করেছেন। যেমন- মে'রাজের রাত্রে সপ্তাকাশে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার ঘটনা।

৭) ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর সাথে নবীর কথপোকথন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা মূসা বিন ঈমরান (আঃ) এর সাথে কথা বলেছিলেন।

ওহীর এই পর্যায়টি কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে মূসা (আঃ)এর ক্ষেত্রে নিশ্চিত রূপে এবং আমাদের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ক্ষেত্রে মে'রাজের হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহ্র পথে আহবানের নির্দেশ এবং দা'ওয়াতের বিষয় বস্তুঃ

সূরা আল্ মুদ্দাস্সিরের প্রথম আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.﴾

---

[1] . যাদুল মা'আদ ১/ ৭৭ পৃঃ।

[2] . [ছহীহ] আবু নুআইম হিলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেন। পৃঃ ২৭। শায়খ আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেন, দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/ ২৮৫। মিশকাত হা/ ৫৩০০। ফিক্বহুস্ সিরাহ্ হা/ ৯৬।

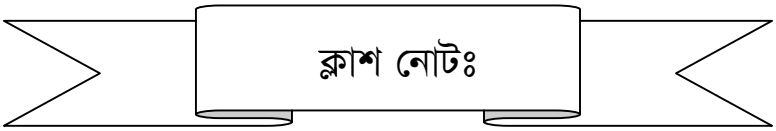
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

"হে চাদরাবৃত! উঠুন সতর্ক করুন। আপন প্রভূর মহাত্ব ঘোষণা করুন। আপন পোষাক পবিত্র করুন। এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না। এবং আপনার পালন কর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন। (সূরা মুদ্দাস্সির ১-৭)

১. সতর্ক করার জন্য দন্ডয়মান হওয়ার উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিরোধী কার্যকলাপকারী কাউকে বাদ না দিয়ে সবাইকে ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা।
২. প্রভূর মহত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্য হল, অহংকারের জন্য পৃথিবীতে কাউকে সুযোগ না দেয়া, কেউ থাকলে তার শক্তি ধ্বংস করে দেয়া। যাতে করে পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব ব্যতীত আর কেউ বাকী না থাকে।
৩. পোশাকের পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্য হল, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখা এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখা।
৪. বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারো প্রতি অনুগ্রহ না করার অর্থ হলো, নিজের কাজ ও প্রচেষ্টাকে খুব বড় বলে না ভাবা, বরং স্বীয় কর্মে একের পর এক প্রচেষ্টা চালিয়েই যাবে। অতঃপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে পাওয়ার অনুভূতিতে সকল ক্লান্তি ও শ্রান্তি ভূলে যাবে। অনুভব করবে যেন কিছুই করেনি বা দেয়নি।
৫. শেষের আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অচিরেই তিনি সম্মুখিন হবেন বিরুদ্ধাচারীদের বিরোধীতা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের, এমন কি হত্যা, নির্যাতন করা হবে তাঁর সাথীদের উপর এবং প্রচেষ্টা চালানো হবে তাঁকে হত্যার। সুতরাং আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতেই দা'ওয়াত ও তাবলীগের বিষয় বস্তু শামিল রয়েছে। উক্ত বিষয়গুলোর সারাংশ নিম্নরূপঃ-

১. তাওহীদ।
২. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান।
৩. খারাফ ও অশ্লিলতা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা। কল্যাণকর কাজ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ করা।
৪. প্রতিটি বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করা।
৫. এ সব কিছু হতে হবে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুওতের প্রতি ঈমান আনার পর।

এসব আয়াতে আসমানী নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে এক মহান কাজের জন্য এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন। নিদ্রার আরাম পরিত্যাগ করে জিহাদের কষ্টকর ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ পাক যেমন বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্য বাঁচবে শুধু সেই তো আরামে জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু যার উপর বিশাল মানব গোষ্ঠীর পথনির্দেশের দায়িত্বের বোঝা সে কি করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? উষ্ণ বিছানায় আরামদায়ক জীবনের সাথে তার কি সম্পর্ক? তুমি সেই মহান কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ো যা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার জন্য প্রস্তুত বিরাট দায়িত্বের বোঝা তোলার জন্য এগিয়ে এসো। সংগ্রাম করার জন্য এগিয়ে এসো। কষ্ট করো। ঘুম ও আরামের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন সময় বিনিদ্র রজনী কাটানোর, সময় দীর্ঘ পরিশ্রমের। তুমি একাজ করার জন্য তৈরী হও।

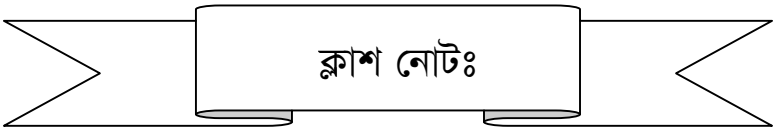
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং সুদীর্ঘ বিশ বছরের বেশী সময় যাবত দাঁড়িয়েই থেকেছেন। তাঁর কাজ ছিল আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দেয়া। এই দায়িত্ব ছিল পৃথিবীতে 'আমানতে কুবরা' অর্থাৎ বিরাট আমানতের বোঝা। সমগ্র মানবতার বোঝা, সমগ্র আক্বীদা বিশ্বাসের বোঝা। বিভিন্ন ময়দানে প্রতিরোধ ও জিহাদের বোঝা।

প্রশ্নমালাঃ

১) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন? কেন? কতকাল সেখানে অতিবাহিত করতেন?

২) শুণ্যস্থান পূরণ করঃ
রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ..... পূর্ণ হওয়ার পর তাঁর নিকট নবুওতের আলামত প্রকাশ পেতে লাগল। গেণ আলামতগুলো ছিল ....। এভাবে ..... অতিবাহিত হল।

৩) সর্বপ্রথম কখন জিবরীল (আঃ) ওহী নিয়ে অবতরণ করেন? ওহী অবতরনের কাহিনী বর্ণনা কর।

৪) কতদিন ওহী বন্ধ ছিল? ওহী বন্ধের কারণ কি ছিল?

৫) সর্বপ্রথম কোন আয়াতগুলো নাযিল হয়? অর্থসহ লিখ।

৬) খাদীজা(রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে কার নিকট নিয়ে গেছিলেন? তিনি তাঁকে কি বলেছিলেন?

৭) আল্লাহ বলেন, ...يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার কারণ কি?

৮) ইমাম ইবনুল কাইয়েম ওহীর কয়টি প্রকার উল্লেখ করেছেন? তম্মধ্যে ৪টি উল্লেখ কর।

৯) সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথমাংশে দা'ওয়াত ও তাবলীগের যে বিষয় বস্তু শামিল হয়েছে তা উল্লেখ কর।

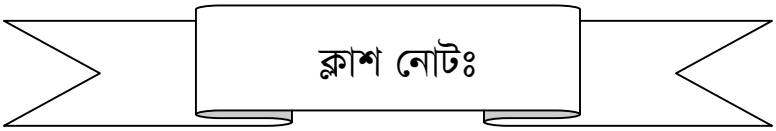
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

أدوار الدعوة ومراحلها
দা'ওয়াতের যুগ এবং উহার স্তর সমূহ

দা'ওয়াতে মুহাম্মাদী তথা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর দা'ওয়াতী যুগকে আমরা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। যার একটির রূপরেখা ও বৈশিষ্ট অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উক্ত পর্যায় দু'টো নিম্নরূপ ঃ

১) মক্কী যুগ। এর সময় কাল প্রায় ১৩ বছর।
২) মাদানী যুগ। এর সময় কাল পূর্ণ ১০ বছর।

দাওয়াতের উল্লেখিত দু'টি পর্যায়ের প্রত্যেকটি আবার কয়েকটি স্তরে বিভক্তঃ

১) মক্কী যুগকে মুটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়ঃ

প্রথম স্তরঃ গোপন দাওয়াত। (এর সময় কাল ছিল তিন বছর)

দ্বিতীয় স্তরঃ মক্কাবাসীদের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত। (এটা ছিল নবুওতের ৪র্থ বছর থেকে ১০ম বছরের শেষ পর্যন্ত।)

তৃতীয় স্তরঃ মক্কার বাইরে দাওয়াত। (এর সময় কাল নবুওতের ১০ম বছর থেকে রাসূলূল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর হিজরত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।)

মাদানী যুগে দা'ওয়াতের স্তর সমূহের বিস্তারিত আলোচনা নির্দিষ্ট স্থানেই করা হবে। (ইনশাআল্লাহ্)

মক্কী যুগে দা'ওয়াতের প্রথম স্তর ঃ
(গোপন দা'ওয়াত)

মহান আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে নির্দেশ দিলেন মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করার। এরশাদ হলঃ (يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ) "হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন।" (সূরা মুদ্দাস্সির-১/২)

একথা সর্বজন বিদিত যে মক্কা ছিল আরববাসীদের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র। কওমের লোকদের পূজার বস্তু ছিল বিভিন্ন ধরণের দেবদেবীর মূর্তী, গাছ, পাথর ইত্যাদী। তাই প্রকাশ্য দা'ওয়াতের মাধ্যমে সংশোধনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পৌঁছা ছিল খুবই দুঃসাধ্য ও কষ্টকর। এ কারণে হিকমত হল গোপনে দাওয়াতী কাজের আঞ্জাম দেয়া। যাতে করে মক্কাবাসীগণ আচানক এমন সংবাদের সম্মুখিন না হয় যা তাদেরকে বিচলিত ও উত্তেজিত করে তুলবে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বিষয়টি সর্বপ্রথম উপস্থাপন করলেন- তাঁর সর্বাধিক ঘনিষ্ট জন, পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট। ফলে তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করলেনঃ

মহিলাদের মধ্যে তাঁর জীবন সঙ্গীনি **খাদিজা (রাঃ)**

ক্রীতদাসদের মধ্যে **যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)**

পুরুষদের মধ্যে **আবু বকর (রাঃ)** এবং

কিশোরদের মধ্যে **আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ)**। আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর পিতৃব্য পুত্র। তিনি তাঁরই তত্বাবধানে থাকতেন।

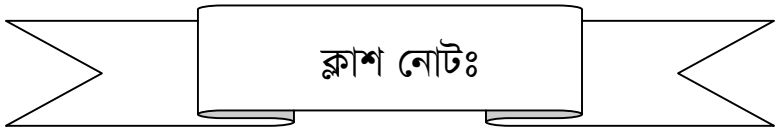
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামের পথে দাওয়াত দানে তৎপর হলেন। তিনি ছিলেন সরল প্রকৃতির মানুষ এবং সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি কওমের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে ইসলামের পথে আহবান করতে লাগলেন। ফলে তাঁর দাওয়াতে বেশ কিছু সংখক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তম্মধ্যে উসমান ইবনে আফ্ফান, যুবাইর ইবনে আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবী ওক্কাস এবং ত্বলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এভাবে আরো অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কায় ইসলামের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষের মুখে মুখে উহা আলোচিত হতে লাগল।

আরকাম নামক জনৈক কুরাইশ সরদারের বাড়িতে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলাম গ্রহণকারীদের সাথে গোপনে মিলিত হতেন এবং তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দান করতেন। কেননা দাওয়াতী কাজ তখনও গোপনীয়ভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় ধীরে ধীরে ওহী নাযীল হচ্ছিল। ছোট ছোট আয়াত এবং ছোট ছোট সূরাই সে সময় বেশী নাযীল হত।

ছালাত (নামায)ঃ

ইসলামের প্রথম দিকে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের নির্দেশ নাযীল হয় তা ছিল ছালাত বা নামায। মুকাতিল ইবনে সুলাইমান বলেনঃ ইসলামের প্রথম দিকে আল্লাহ্ তা'আলা যে নামায ফরয করেন তা ছিল সকালে দু'রাকাত এবং সন্ধায় দু'রাকাত নামায। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾

অর্থঃ "আর প্রশংসার সহিত তুমি তোমার প্রতি পালকের পবিত্রতা বর্ণনা কর সকাল ও সন্ধায়।"[১]

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন– যখন নামাযের সময় হত তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী কোন স্থানে চলে যেতেন এবং কওমের লোকদের চোখের আড়ালে গোপনে নামায আদায় করতেন।

প্রশ্নঃ

১) দাওয়াতী যুগ কয় ভাগে বিভক্ত? প্রত্যেক ভাগের সময় কাল কত দিন ছিল?
২) মক্কী যুগে দাওয়াতী কাজ কয়টি স্তরে বিভক্ত? প্রত্যেক স্তরের সময়কাল কত ছিল ?
৩) প্রথম দিকে দাওয়াতী কাজ গোপনে চলত- এর কারণ কি?
৪) মুসলমানদের উপর সর্বপ্রথম কোন ইবাদত ফরজ হয়? এর পদ্ধতি কিরূপ ছিল দলীলসহ উল্লেখ কর?
৫) শুণ্যস্থান পূরণ করঃ

সর্বপ্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেনঃ
মহিলাদের মধ্যে .....(রাঃ)
ক্রীতদাসদের মধ্যে ..... (রাঃ)
পুরুষদের মধ্যে .....(রাঃ) এবং
কিশোরদের মধ্যে ..... (রাঃ)।

[১] . সূরা গাফের- ৫৫

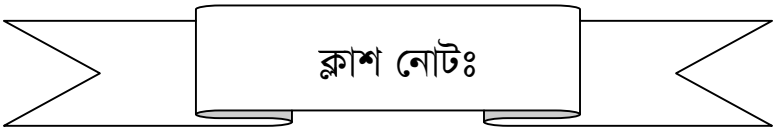
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

মক্কী পর্যায়ের দ্বিতীয় স্তরঃ

মক্কাবাসীদের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াতঃ

এ লক্ষে সর্বপ্রথম যে নির্দেশ অবতীর্ণ হয় তা হলঃ

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

অর্থ: "এবং আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।"[১]

আয়াতটি সূরা শুআরার অন্তর্গত। এই আয়াতের পূর্বে ফিরাউনের সাথে মূসা (আ:)এর ঘটনা ছাড়াও পূর্ববর্তী অন্যান্য জাতি যেমন আ'দ জাতি, ছামূদ জাতির ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এ ঘটনাগুলো যেন রাসূলুল্লাহ্ এবং ছাহাবীদের প্রতি সতর্কবানী স্বরূপ ছিল যে, অচিরেই তাঁরা মুশরিকদের বিরোধিতার সম্মুখিন হবেন এবং পরিশেষে প্রত্যেক মু'মিন ও মুসলিম ব্যক্তির পরিণতি কি হতে পারে।

নিকটাত্মীয়দের মাঝে দা'ওয়াতী কাজঃ

পূর্বোল্লেখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনু হাশেমকে আহবান করলেন। বনূ হাশেম এবং বনূ আবদুল মুত্তালিবের একটি দল তাঁর আহবানে একত্রিত হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত এবং শিরক পরিত্যাগ করার দা'ওয়াত দিলেন। পিতৃব্য আবু তালিব তাঁর এই দা'ওয়াতকে স্বাগতঃ জানালেন এবং তাঁর দা'ওয়াতের প্রতি আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করলেন- কিন্তু তিনি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করলেন না। অতঃপর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সহযোগিতা ও রক্ষা করার অঙ্গিকার করলেন। আর আবু লাহাব তার অসন্তোষ ও ক্রোধের প্রকাশ করল।

ছাফা পর্বতে :

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন পিতৃব্য আবু তালিবের সহযোগিতা ও হেফাজতের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন তখন একদা ছাফা পর্বতে আরোহণ করে উঁচু আওয়াযে কুরাইশদের ডাকতে লাগলেন।

﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হলঃ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "এবং আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।" তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাফা পর্বতে আরোহণ করে ডাক দিলেনঃ হে বানু ফিহির! হে কুরায়শের বানু আ'দী!! ডাক শুনে তারা সমবেত হল। যে যেতে পারেনি সে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে কি ব্যাপার সেটা জানার জন্য। কুরাইশরা এসে

[১] . সূরা শো'আরা-২১৪

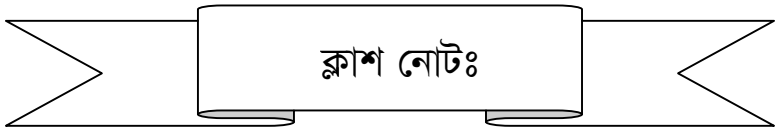
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

হাযির হল, আবু লাহাবও তাদের সাথে ছিল। এরপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: "আপনারা কি মনে করেন- আমি যদি আপনাদেরকে এই সংবাদ দেই যে, (পিছনের) উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যদল আপনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আগমন করেছে- আপনারা কি আমাকে সত্যবাদী মনে করবেন? তারা বলল: হ্যাঁ, কেননা সত্য ছাড়া মিথ্যা আপনার নিকট কখনও আমরা শুনি নাই। তিনি বললেন: (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবু লাহাব বললঃ সারা দিন তোমার জন্য ধ্বংস, এজন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছো? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ অর্থ: "আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। তার সম্পদ ও উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না।"[১]

সত্যের প্রকাশ এবং মুশরিকদের রিরোধিতাঃ

উল্লেখিত ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ﴾

অর্থ: "অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।" (সূরা হিজর- ৯৪) এই নির্দেশ পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মূর্তী সমূহের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলেন। তাদের অক্ষমতার ব্যাপারে নানা প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন। তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা এবং শিরকের ভয়াবহতার বর্ণনা দিতে লাগলেন। এতে মক্কাবাসী চরম ক্রোধে ফেটে পড়ল। শুরু হল ইসলামের বিরোধিতা। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মুসলমানগণ মুশরিকদের থেকে নানা প্রকারের শত্রুতা, অত্যাচার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের সম্মুখিন হতে লাগলেন।

আবু তালিবের নিকট কুরাইশ নেতৃবৃন্দঃ-

কুরাইশদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পিতৃব্য আবু তালিবের নিকট আগমণ করে বলল: নিশ্চয় মুহাম্মাদ আমাদের উপাস্যদেরকে গালি দিচ্ছে। আমাদের ধর্মকে মন্দ বলছে এবং পূর্ব পুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। তাই যদি হয় আপনি তাকে এরূপ করা থেকে বাধা দিন অথবা তার ব্যাপারে আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিন। জবাবে আবু তালিব অত্যন্ত নম্র ভাষায় তাদের সাথে কথা বললেন এবং সুকৌশলে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তাদের দাবীর জবাব দিলেন। এতে তারা ফিরে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনে হকের দাওয়াত এবং তা প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

হাজীদেরকে দা'ওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য পরামর্শ সভাঃ

ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য দাওয়াতের কাজে কয়েক মাস অতিবাহিত না হতেই হজ্জের মওসুম ঘনিয়ে এল। কুরাইশগণ অবগত ছিল যে, আরবগণ হজ্জ উপলক্ষে দলে দলে আগমন করবে। তাই তারা আবশ্যক মনে করল যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ব্যাপারে এমন কথা বলা হবে যাতে করে তাঁর দাওয়াত আরবদের অন্তরে কোন প্রভাব ফেলতে না পারে।

---

[1] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ তাফসীর অনুচ্ছেদঃ আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন। হা/ ৪৩৯৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী 'আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন' আয়াতের তাফসীর। হা/ ৩০৭

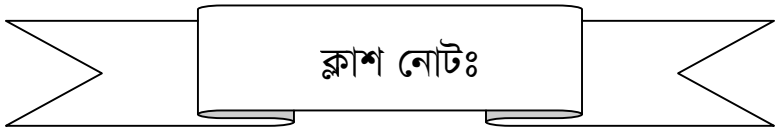
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

এ উদ্দেশ্যে তারা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার বাড়ীতে একত্রিত হল। আলোচনায় প্রস্তাব হল তাঁর সম্পর্কে বলা হবে- তিনি গণক। ওয়ালিদ বলল: না, সে তো গণক নয়। তারা বলল: পাগল। সে বলল: পাগলও নয়। কারণ আমরা পাগল দেখেছি এবং পাগল কিরূপ তাও জানি। তারা বলল: তাহলে আমরা বলব তিনি কবি। সে বলল: তিনি কবিও নন। কেননা আমরা সব ধরণের কবিতা সম্পর্কে জানি। তারা বলল: আমরা বলবো তিনি যাদুকর। সে বলল: তিনি তো যাদুকরও নন। কেননা আমরা যাদু এবং যাদুকরের ফুৎকার ও গ্রন্থীসমূহ দেখেছি। তারা বলল: তাহলে তার সম্পর্কে আমরা কি বলবো? সে বলল: তার ব্যাপারে সর্বাধিক প্রযোজ্য কথা হল তোমরা বলবে তিনি যাদুকর। কেননা সে এমন সব বাণী নিয়ে এসেছে যা ব্যক্তিকে তার পিতা হতে তার ভাই হতে পৃথক করে দিচ্ছে। অতঃপর তারা একথার উপর ঐক্যমত হল। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা মুদ্দাস্‌সির থেকে ১০টি আয়াত অবতীর্ন করলেন:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ(١٨)فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ(١٩)ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ(٢٠)ثُمَّ نَظَرَ(٢١)ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ(٢٢)ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ(٢٣)فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ(٢٤)إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥)﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই সে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে এরকম সিদ্ধান্ত নিল? সে আরো অভিশপ্ত হোক, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। সে আগে চেয়ে দেখল অতঃপর ভ্রুকুঞ্চিত করল এবং মুখ বিকৃত করলো। অতঃপর সে পিছনে ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো এবং ঘোষণা করলো, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয় এটাতো মানুষেরই কথা।"[১]

অতঃপর কুরাইশগণ তাদের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে প্রবৃত্ত হল। এ লক্ষে তারা মানুষের আগমণ পথে বসে গেল এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সতর্ক করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে লোকদের নিকট যেতেন আর আবু লাহাব তাঁর পিছুপিছু গিয়ে বলত: তোমরা এর কথা শুনবে না। সে ধর্মত্যাগী এবং মিথ্যুক (নাউযুবিল্লাহ্)।

তাদের এই অপপ্রচারের ফল এরূপ দাঁড়ালো- আরব দেশের প্রতিটি এলাকায় রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল যে, মুহাম্মাদ নামক এক ব্যক্তি আছে সে নবুয়তের দাবী করছে।

দাওয়াত প্রতিরোধে নতুন পন্থা:

কুরাইশগণ যখন দেখল যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কোন ভাবেই তার দাওয়াত থেকে ফিরানো সম্ভব হচ্ছে না তখন তারা এই দাওয়াতের মূলৎপাটনের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের চিন্তা করল।

(তাদের উদ্ভাবিত পন্থাগুলোই প্রত্যেক যুগে সর্বস্থানে মুসলমান এবং বিশেষ করে আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।)

সে পন্থাগুলো থেকে কয়েকটি এরূপ:

১) ঠাট্টা-বিদ্রুপ করাঃ

তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে অপমানিত করা এবং তাদের মানসিক শক্তিকে দুর্বল করা। তাই তারা তাঁকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাগল বলে ডাকতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন:

﴿وَقَالُوا يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ(٦)﴾

[1] সূরা মুদ্দাস্‌সির ১৮-২৫।

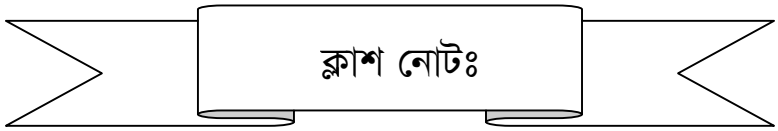
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

"তারা বলল, হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনিতো একজন উম্মাদ।"[১]
কখনও তারা তাঁকে যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলে আহবান করত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾

"আর কাফেরগণ বলে, ইনি তো একজন মিথ্যাবাদী যাদুকর।"[২]
রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন স্থানে বসতেন এবং পাশে (সমাজের চোখে) দুর্বল লোকেরা (ঈমানদারগণ) থাকতেন তখন তারা তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। আল্লাহ্ বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ(٢٩)وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ(٣٠)وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ(٣١)وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ(٣٢)﴾

"অপরাধীগণ (কাফেরগণ) বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত এবং তারা যখন তাদের নিকট দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখটিপে ইশারা করত। তারা যখন তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত: নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত।"[৩]

২) কুরআন বিকৃত করাঃ

কুরআনকে বিকৃত করা এবং তার মহান শিক্ষা সম্পর্কে জনমনে সংশয় সৃষ্টি করা। তাই কুরআন সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ছিল:

﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(٥)﴾

"তারা বলে, এগুলোতো পুরানাকালের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধায় তাঁকে শেখানো হয়।"[৪]
তারা আরো বলত:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾

"আমি জানি ওরা বলে, তাকে তো একজন মানুষ এগুলো শিক্ষা দেয়।"[৫]
তাদের অপর মন্তব্য এরূপ ছিল:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾

"কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ কিছু নয়, তিনি নিজে উহা উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে।"[৬]

৩) কিচ্ছা-কাহিনীঃ

পূর্ব যুগের লোকদের কিচ্ছা কাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে কুরআন থেকে বিমুখ করা। যেমন নযর বিন হারেছ করত। সে হিরা এলাকায় গিয়ে সোহরাব-রুস্তম এবং পারস্য সম্রাটদের গল্প কাহিনী শিখে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কাউকে সাথে নিয়ে বসতেন- তাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে, তখন নযর সেখানে এসে পড়ত এবং বলতো আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু

---

[১] . সূরা হিজর- ৬।
[২] . সূরা ছোয়াদ- ৪
[৩] . (সূরা তাত্ফীফ ২৯-৩২)
[৪] . সূরা ফুরকান- ৫
[5] . সূরা নাহাল -১০৩।
[৬] . সূরা ফুরকান-৪

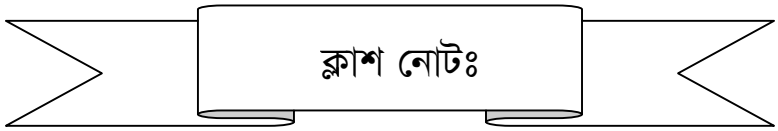
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার চেয়ে বেশী সুন্দর কথা শুনাতে জানে না। অতঃপর তাদের নিকট পারস্য দেশের সম্রাট ও রুস্তমের কিস্সা শুনাত। সে কিছু গায়িকা ক্রয় করেছিল। যখনই শুনতে পেত কোন মানুষ নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, তখনই সে উক্ত গায়িকাকে তার জন্য নির্ধারন করে দিত, সে তাকে খাওয়াতো ও পান করাতো এবং তার নিকট গান গাইতো। এসব এজন্যই করত যাতে করে তার নিকটে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ না থাকে। তার শানেই মূলত: আল্লাহর এই বাণী নাযিল হয়েছেঃ

﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, খেল-তামাশার বস্তু ক্রয় করে যাতে করে মানুষকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করতে পারে।"[১]

৪) ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মাঝে মধ্যস্থতা করার হীন চেষ্টাঃ

আর উহা এভাবে যে, মুশরিকগণ তাদের ধর্মের কিছু পরিত্যাগ করবে এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ধর্মের কিছু পরিত্যাগ করবে। আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾

"তারা চায় যে আপনি শীথিলতা করুন তখন তারা আপনার সাথে শীথিলতা প্রদর্শন করবে।"[২]

একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করছিলেন, এমতাবস্থায় মুশরিকদের কিছু লোক তার সম্মুখে এসে বললঃ হে মোহাম্মাদ! এসো তুমিও আমাদের উপাস্যের ইবাদত করবে, এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ সূরা কাফেরূন পূর্ণ অবতীর্ণ করেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ(١)لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ(٢)﴾

"হে কাফের সম্প্রদায়! আমি ঐ বস্তুর ইবাদত করি না যার তোমরা ইবাদত করছো...।"[৩]

এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের ঐ সমস্ত হাস্যকর কথপোকথনের মূলোৎপাট করেছেন।

৫) শারীরিকভাবে জুলুম-নির্যাতনঃ

যখন মুশরিকগণ এই দা'ওয়াতকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল এবং উল্লেখিত সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে অকৃতকার্য হল, তখন তারা সকলে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পনের জন লোকের একটি কমিটি গঠন করল, যাদের নেতৃত্বে ছিল আবু লাহাব। তারা সকলে মিলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরূদ্ধে ও সাহাবীদের বিরূদ্ধে একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আর তা হল এই যে তারা মুসলমানদেরকে নতুন নতুন পদ্ধতিতে শাস্তি দিবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখিন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে দোস্ত-দুশমন সকলেই সম্মান করত। বস্তুতঃ তার বিরুদ্ধে মন্দ ও জঘণ্যতম আচরণে সাহসী হওয়ার জন্য বর্বর, নিকৃষ্ট ও নির্বোধ পর্যায়ের মানুষই ছিল মানানসই। তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পক্ষ হতে প্রতিরোধ করেছিলেন তাঁর চাচা আবু তালেব। যিনি ছিলেন মানুষের মাঝে সম্মানিত। তবুও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরাপদ হতে পারেন নি। বিশেষ করে তাদের নেতা আবু লাহাব তাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব হতেই অতীতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল রাসূলের বিরুদ্ধে। সাফা পর্বতে তার কৃতকর্ম এবং হজ্জের মওসুমে

---

[১] . সূরা লোক্বমান- ৬

[২] . সূরা ক্বলম- ৯।

[৩] . সূরা কাফেরূন- ১-৬

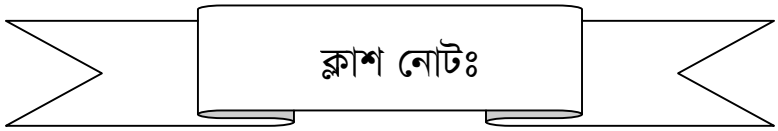
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টাও তাঁর বিরুদ্ধাচরণের একটি অন্যতম সাক্ষ্য।

মহা নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নবুওতের পূর্বে তার দু'ছেলে উৎবাহ্ ও উতাইবাইর বিয়ে দিয়েছিল নবীজীর দু'কন্যা রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমের সাথে। যখন তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুয়ত লাভ করলেন, তখন আবু লাহাব তার দু'ছেলেকে নির্দেশ দিল নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর দু'মেয়েকে তালাক দেয়ার। তারা তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয়।

রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ মৃত্যু বরণ করলে আবু লাহাব এ সংবাদে আনন্দিত হয় এবং দৌড়ে গিয়ে বন্ধু মহলে এ মর্মে সংবাদ পরিবেশন করে যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লেজ কাটা নির্বংশ হয়ে গেছেন। এর প্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহ্ সূরাতুল কাওছার নাযিল করলেন, যার মধ্যে (এই আয়াতটি) রয়েছেঃ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْـأَبْتَرُ "নিশ্চয় আপনার শত্রুই লেজকাটা (নির্বংশ)।"[১]

আবু সুফিয়ানের বোন আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামীল শত্রুতার দিক থেকে কম ছিল না। সে রাতে নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পথে কাটা বিছিয়ে রাখত এবং তাঁর ক্ষেত্রে যবান দারাজী করত। তাঁর উপর মিথ্যারোপ করত এবং তার চর্তুপার্শে ফিৎনার শিখা প্রজ্জলিত করত। এজন্যই কুরআনে তাকে কাষ্ঠ বহনকারিনী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যখন সে শুনতে পেল তার ও তার স্বামী সম্পর্কে কুরআনে সূরা নাযিল হয়েছে। তখনই সে নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকটে একটি প্রস্তর হাতে করে আসল। নবীজী তখন কা'বার নিকটে বসেছিলেন, সাথে ছিলেন হয়রত আবু বাকর (রা:)। সে তাদের উভয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। তখন আল্লাহ পাক তার দৃষ্টি কেড়ে নেন, সে আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখতে পেল না, শুধু আবু বকর (রা:)কেই দেখতে পাচ্ছিল। তখন আবু বকরের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল: আপনার সাথী কোথায়? কেননা আমার নিকটে খবর পৌঁছেছে যে, সে আমার দুর্নাম করে বেড়াচ্ছে। আল্লাহর শপথ যদি আমি তাকে পেতাম তাহলে নিশ্চয় এই পাথর দিয়ে মারতাম- অতঃপর সে চলে গেল।

এসব কান্ড কির্তীর সব কিছুই আবু লাহাব ও তার স্ত্রী কর্তৃক ঘটেছিল। অথচ আবু লাহাব তাঁর চাচা ও নিকটতম প্রতিবেশী ছিল। তার ঘর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ঘরের সাথে লাগানো ছিল। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও তাঁকে কষ্ট দিত। তারা তাঁর উপর ছাগলের নাড়ী-ভূড়ি নিক্ষেপ করত অথচ তিনি নিজ ঘরে ছালাত আদায় করছিলেন। এমনকি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এ ব্যবহারে অপর একটি কামরা তৈরী করেন যাতে করে তাদের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে ছালাত আদায় করতে পারেন।

﴿عَنْ عَبْدَ اللَّه بْنَ مَسْعُود أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْت وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُور بَنِي فُلَان فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّد إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْم فَجَاءَ به فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِه بَيْنَ كَتِفَيْه وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِه فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّات فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَد مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ

[১] . সূরা কাউছার- ১

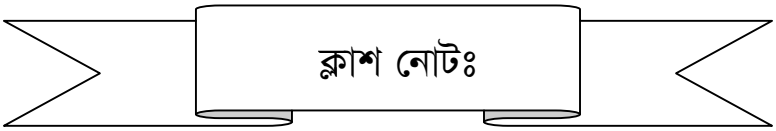
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيد بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ﴾

ইমাম বুখারী (রহ:) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি এক হাদীছে উল্লেখ করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল্লাহর নিকটে ছালাত আদায় করছিলেন- ঐ সময় নিকটেই আবু জাহেল সঙ্গী-সাথীসহ বসে ছিল। একজন আরেক জনকে বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সিজদাবনত হবে তখন তোমাদের মধ্যে কে উটের নাড়ী-ভুড়ি নিয়ে তার পিঠে চাপাতে পারবে? তখন সবচেয়ে বদনসীব উকবাহ্ বিন আবী মুআইত উহা নিয়ে আসল এবং অপেক্ষায় থাকল। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদা করলে সে তাঁর পিঠে দু'কাঁধের মধ্যে উহা রেখে দিল এবং পরস্পরে হাঁসাহাঁসি শুরু করে দিল। সংবাদ পেয়ে ফাতেমা (রা:) এসে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পৃষ্ঠ মোবারক হতে উহা অপসারণ করলেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা উঠালেন, অতঃপর বললেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি কুরাইশদের পাকড়াও করুন- কথাটি তিনবার বললেন। হে আল্লাহ্ আপনি আবু জাহল, উৎবাহ্ বিন রাবীআহ্, শাইবাহ বিন উৎবাহ্, ওলীদ বিন উৎবাহ্, উমাইয়্যা বিন খাল্ফ, উকবাহ বিন আবী মুআইত প্রমূখদেরকে গ্রেফতার করুন ধ্বংস করুন।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ বলেনঃ শপথ সেই সত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, আমি তাদেরকে বদর যুদ্ধে কালীব নামক কুপের মধ্যে মৃতাবস্থায় দেখেছি।"[১]

উমাইয়া বিন খাল্ফ যখনই নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখত তখনই কটুক্তি করত ও তাঁর দুর্নাম করত। এর প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা সূরাতুল হুমাযা নাযিল করেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾

"প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা কারীর জন্য দুর্ভোগ।"[২] (সূরা হুমাযাহ্-১)

উমাইয়া বিন খাল্ফ এবং উকবাহ বিন আবী মুআইতের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিল। একদা উকবাহ্ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পাশে বসে তার কথা শ্রবণ করে। একথা উমাইয়ার কাছে পৌঁছলে সে তাকে ভর্ৎসনা করে এবং নির্দেশ দেয় নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেহারা মোবারকে থুথু ফেলার। সে তাই করেছিল। আখনাস বিন শুরাইক সাক্বাফী রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে গালিগালাজ করত। তার সম্পর্কে কুরআনে কারীমে নিম্ন লিখিত আয়াতগুলো নাযিল হয়ঃ

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ.﴾

"আর আপনি অনুসরণ করবেন না তার যে কথায় কথায় কসম করে, নিকৃষ্ট, পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একজনের কথা অন্য জনের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণের কাজে বাধা প্রদান করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠ, রূঢ়স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।"[৩]

আবু জাহ্ল কখনো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে কুরআন শ্রবন করত। কিন্তু ফিরে গিয়ে আর ঈমান আনত না, তাঁর অনুসরণ করত না, কুরআনে বর্ণিত আদব শিষ্টাচার গ্রহণ করত না।

---

[১]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু। অনুচ্ছেদঃ নামাযীর পিঠের উপর যদি ময়লা বা মৃত প্রাণী রেখে দেয়া হয়, তবে নামায নষ্ট হবে না। হা/ ২৩৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সিয়ার, অনুচ্ছেদঃ মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে নবী ﷺ যে নির্যাতনের সম্মুখিন হয়েছিলেন। হা/৩৩৪৯।

[২]. সূরা হুমাযা- ১

[3]. সূরা ক্বলম- ১০-১৩।

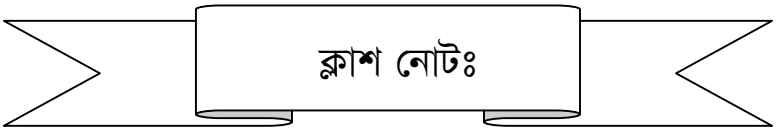
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

তারই শানে নাযিল হয় আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ (فلا صدق ولا صلى) "সে বিশ্বাস করেনি এবং ছালাতও আদায় করেনি।"[১] সে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ছালাত আদায় করতে বাধা দিত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا نَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ﴾ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ يَعْنِي قَوْمَهُ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা আবু জাহল কুরায়শের লোকদের নিকট বলল, মুহাম্মাদ আপনাদের সামনে নিজের চেহারা ধুলায় লাগিয়ে রাখে কি? তারা বলল, হ্যাঁ, আবু জাহল বলল, লাত এবং ওয্যার শপথ, আমি যদি তাকে এ অবস্থায় দেখি তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেব, তার চেহারা মাটিতে হেঁচড়াবো। এরপর আল্লাহর রাসূলকে নামায আদায় করতে দেখে তাঁর ঘাড় মটকে দেয়ার জন্য সে অগ্রসর হলো। কিন্তু সবাই দেখলো যে আবু জাহল চিৎকাত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং চিৎকার করে বলছে বাঁচাও বাঁচাও। পরিচিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো আবুল হাকাম তোমার কি হয়েছে? আবু জাহল বলল, আমি দেখলাম যে, আমার ও মুহাম্মাদের মাঝখানে আগুনের একটি পরিখা। ভয়াবহ সে আগুনের পরিখায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা শুনে বললেন, "যদি সে আমার নিকটবর্তী হতো তবে ফেরেশতারা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলতো।"

বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্ন লিখিত আয়াতগুলো নাযিল করেন- "সত্যি সত্যি মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, একারণে যে, সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎ পথে থাকে অথবা আল্লাহ ভীতি শিক্ষা দেয়। আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (অর্থাৎ- আবু জাহেল) সে কি জানেন না যে, আল্লাহ দেখেন? কখনই নয় যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবোই- মিথ্যাচারী পাপীর কেশগুচ্ছ। সে তার সভাসদদেরকে আহবান করুক।"[২] অর্থাৎ- তার সঙ্গী-সাথীদেরকে।[৩]

এ ছিল নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সীমালংঘন ও অত্যাচারের কিছু নমূনা অথচ তাঁর প্রতি সব ধরণের মানুষের গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ছিল, তারা তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কারণে অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। উপরন্তু ছিল তাঁর চাচা আবু তালেবের সমর্থন ও সহায়তা। তিনি ছিলেন মক্কা নগরীর একজন গণ্যমান্য ও সম্মানিত ব্যক্তি।

---

[1] . সূরা ক্বিয়ামাহ্- ৩১।

[2] . সূরা আলাক্ব ৬-১৭।

[3] . [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ ক্বিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, অনুচ্ছেদঃ "নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে। হা/ ৫০০৫।

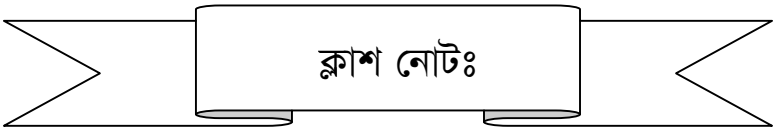
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

বাকী মুসলমানদের ক্ষেত্রে যুলুম নির্যাতন ও বিড়ম্বনা ছিল এর চেয়ে কঠিন, তিক্ত ও ভয়াবহ। প্রত্যেক গোত্র তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে শাস্তি দিত। আর যে ব্যক্তি দাসদের অন্তর্ভূক্ত ছিল তাকে তাদের মালিকগণ শাস্তি দিত।

ইসলাম গ্রহণের পর উসমানের (রা:) চাচা তাঁকে খেজুর পাতার চাটায়ের মধ্যে জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিত এবং তার উপর ধুয়াগুলো রাখতো, এতে তিনি শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হতেন।

মুসআব বিন উমাইরের মা যখন তাঁর ইসলামের খবর অবগত হল, তখন পানাহার বন্ধ করে দিয়ে তাকে ক্ষুধার্ত করে রাখলো ও তাঁকে ঘর হতে বের করে দিল অথচ সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুখময় জীবনের অধিকারী ছিল। ছোট বেলা থেকে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আরাম- আয়েশে জীবন কাটিয়েছিলেন। পরিস্থিতির কারণে তিনি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, তাঁর গায়ের চামড়া খোলস ছাড়ানো সাপের গায়ের মত হয়ে গিয়েছিল।

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ﴾

আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সাত ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশের বিষয় প্রকাশিত হয়। তাঁরা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর, আম্মার, তাঁর মাতা সুমাইয়্যা, ছুহাইব, বেলাল, এবং মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ। এঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে আল্লাহ হেফাযত করেন। আর আবু বকরকে আল্লাহ রক্ষা করেন তাঁর স্বজাতির লোকদের দ্বারাই। কিন্তু অবশিষ্টগণকে মুশরিকরা নানাভাবে নির্যাতন করে। তাদেরকে লোহার বর্ম পরিয়ে কঠিন রোদের তাপে শুইয়ে রেখে শাস্তি দিত। মুশরিকদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। কিন্তু বেলাল (রাঃ) আল্লাহর জন্য নিজের জানকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বজাতির কাছে নিজেকে ছেড়ে রেখেছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে ছেলে-পেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ওরা তাঁকে মক্কার ওলিগলিতে টেনে নিয়ে বেড়াতো, আর তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ।"[১]

বেলাল (রাঃ) উমাইয়া বিন খাল্‌ফের দাস ছিলেন। উমাইয়া তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করত, উত্তপ্ত রৌদ্রে অভূক্ত অবস্থায় ফেলে রাখত। যখন দ্বিপ্রহরের কঠিন রোদে বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠতো তখন তাকে মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে যেত, অতঃপর চিৎ করে শুইয়ে তার বক্ষদেশে বিশাল একটি পাথর চাপিয়ে দিত। তখন তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ -আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। একদা আবু বকর (রা:) তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে সময় তার শাস্তি হচ্ছিল। তিনি তাকে একটি কৃষ্ণ দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। মতান্তরে তিনি তাকে পাঁচ উকিয়া (দু'শ দিরহাম) রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়ে ছিলেন।

আম্মার বিন ইয়াসির (রা:) বনী মাখযুমের কৃতদাস ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে মুশরিকগণ এবং তাদের নেতা আবু জাহল তাঁদেরকে মরু ভূমিতে নিয়ে যেত, যখন

[1] . [হাসান] ইবনু মাজাহ, অধ্যায়ঃ ভুমিকা, অনুচ্ছেদঃ সালমান ও আবু যার ও মিক্বদাদের ফযীলত। হা/ ১৪৭। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেন, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১২২।

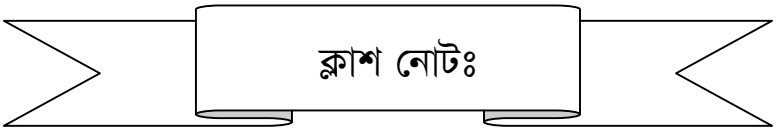
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

মরুর বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠত তখন তাঁদেরকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। সে অবস্থায় একদা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেছিলেনঃ "হে ইয়াসের পরিবার ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।" অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইয়াসের ইন্তে কাল করেন।

দুর্বৃত্ত আবু জাহল সুমাইয়া (রা:)এর লজ্জাস্থানে তীর দিয়ে আঘাত হানলে তৎক্ষনাৎ তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। তারা আম্মারের উপরও শাস্তি কঠোর করে, কখনও তাকে তারা উত্তপ্ত রোদ্রে ফেলে শাস্তি দিত, কখনও ভারি প্রস্তর তার উপরে চাপিয়ে রাখতো, আবার কখনও আগুনে দগ্ধকরে শাস্তি দিত। এবং বলতোঃ যতক্ষন তুমি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে গালি না দিবে অথবা "লাত" ও "উয্যা" সম্পর্কে ভালো কথা না বলবে ততক্ষন আমরা তোমাকে ছাড়বনা। তিনি বাধ্য হয়েই তখন তাদের কথায় সম্মতি দেন। এবং পরবর্তীতে ক্রন্দনরত অবস্থায় ও রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করেনঃ

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয়------- তাদের উপর পতিত হবে আল্লাহর গযব।"[১]

আবু ফুকাইহাহ্ নামক আবদুদ্দার গোত্রের একটি গোলাম ছিল। তারা তাঁর পায়ে রশি বেঁধে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। বনী মুআম্মেল গোত্রের একটি দাসী ইসলাম গ্রহণ করলে উমার (রা:) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাকে প্রহার করতেন। এমনকি যখন ক্লান্ত হয়ে যেতেন তখন বলতেন: আমি তাকে প্রহার করা এজন্যই ছাড়লাম যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আবু বকর (রা:) এই সমস্ত দাস-দাসীদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। অনুরূপ ভাবে বেলাল ও উসামা বিন ফিহরাকে মুক্ত করে দেন।

মুশরিকগণ কোন কোন সাহাবীকে উট ও গরুর চামড়ায় জড়িয়ে দিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে দিত। অন্যান্যদেরকে লোহার বর্ম পরিধান করিয়ে উত্তপ্ত পাথরের উপর ফেলে রাখত।

মুসলমানগণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা ঐ সমস্ত নিষ্ঠুরতার মোকাবিলা করতেন। কারণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ছাহাবীদেরকে এই কষ্টের বিনিময় আল্লাহর সওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশাধীকার লাভ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

[১] . সূরা নাহাল- আয়াত: ১০৬

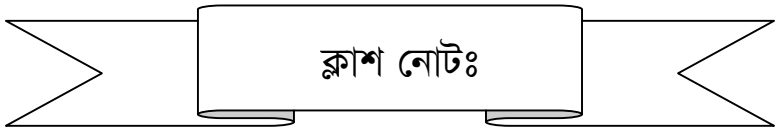
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

প্রশ্নমালাঃ

১) প্রকাশ্য দা'ওয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়? উহা অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী ﷺ কি করেছিলেন?

২) নিম্নের আয়াতগুলোর শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট) বর্ণনা কর:

১ - তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব (تبت يدا أبي لهب)

২ – (انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ...)

৩ - ওয়ায়লুল্লে কুল্লে হুমাযাতিল্ লুমাযাহ (ويل لكل همزة لمزة)

৪ – "আওলা-লাকা ফাআউলা সুম্মা আওলা লাকা ফাআওলা।

৫ - (من كفر بالله من بعد إيمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)

"মান কাফারা বিল্লাহে মিম বা'দে ঈমানেহী ইল্লা মান উকরিহা...

৩) দা'ওয়াতী কার্যক্রমে বাধা প্রদানের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা কর? কুরাইশগণ কি এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে সফলকাম হয়েছিল? তাদের অবলম্বিত নতুন সিদ্ধান্তটি কি ছিল?

৪) রাসূল ﷺএর উপর যে সকল নির্যাতন হয়েছিল তম্মধ্যে একটি ঘটনার বিবরণ দাও। অনুরূপ ভাবে যে কোন একজন সাহাবীর অনুরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ কর?

সমাপ্ত

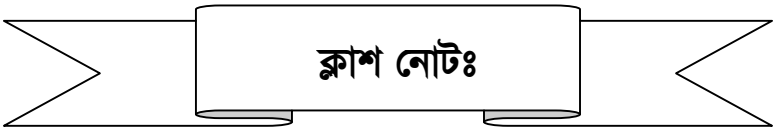
ক্লাশ নোটঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

তথ্যসূত্র

তথ্য সূত্র	লেখক
যাদুল মা'আদ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম
রাহীকুল মাখতূম	ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
সীরাত গ্রন্থ প্রাইমারী ৪র্থ শ্রেণী	শিক্ষা মন্ত্রনালয়, সঊদী আরব

পাঠ বন্টন

পিরিওড	বিষয় বস্তু
প্রথম	সীরাতের সংজ্ঞা থেকে প্রশ্নমালা পর্যন্ত
দ্বিতীয়	আরব উপদ্বীপের অবস্থা থেকে প্রশ্নমালা পর্যন্ত
তৃতীয়	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশ পরিচয় থেকে প্রশ্নমালা পর্যন্ত
চতুর্থ	নবী ﷺ এর বিবাহ থেকে জিবরীল (আঃ)এর ওহী নিয়ে অবতরণ
পঞ্চম	ওহীর বিচ্ছন্নতা থেকে প্রশ্নমালা পর্যন্ত
ষষ্ঠ	দা'ওয়াতের যুগ এবং উহার স্তর সমূহ থেকে হাজীদেরকে দা'ওয়াত গ্রহণে বাধা প্রদান পর্যন্ত
সপ্তম	দা'ওয়াত প্রতিরোধের পন্থা সমূহ থেকে প্রশ্নমালা পর্যন্ত

সূচীপত্র
الفهارس

	বিষয় বস্তুঃ	পৃষ্ঠাঃ
১	সীরাতের সংজ্ঞাঃ	12
২	সীরাতে নববীর মার্যাদাঃ	12
৩	আমরা কেন সীরাত পাঠ করবো	12
৪	ইসলামপূর্ব জাজীরাতুল আরব বা আরব উপ-দ্বীপের অবস্থাঃ	18
৫	সামাজিক অবস্থাঃ	18
৬	চারিত্রিক অবস্থাঃ	20
৭	রাজনৈতিক অবস্থাঃ	20
৮	ধর্মীয় অবস্থাঃ	20
৯	অর্থনৈতিক অবস্থাঃ	22
১০	রাসূল ﷺএর বংশ পরিচয়ঃ	24
১১	হস্তী বাহীনির কাহিনীঃ	26
১২	মহানবীর ﷺএর দুগ্ধপান	26
১৩	বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা	28
১৪	হারবুল ফুজ্জার ও হিলফুল ফযূল	32
১৫	বুহাইরা রাহেবঃ	30
১৬	নবীজির বিবাহ এবং সন্তানাদীঃ	34
১৭	কা'বা ঘর সংস্করণ এবং হাজরে আসওয়াদের ঘটনাঃ	34
১৮	নবুওতের সূচনাঃ	38
১৯	জিবরীল (আঃ)এর ওহী নিয়ে অবতরণঃ	38
২০	ওহীর স্থগিতকাল	42
২১	দ্বিতীয়বার জিবরীল (আঃ) এর ওহী নিয়ে অবতরণ	42
২২	ওহীর প্রকারভেদ সম্পর্কে একটি আলোকপাতঃ	44
২৩	আল্লাহ্‌র পথে আহবানের নির্দেশ এবং দা'ওয়াতের বিষয় বস্তুঃ	44
২৪	দা'ওয়াতের যুগ এবং উহার স্তর সমূহঃ	50
২৫	প্রথম স্তরঃ মক্কী যুগে গোপন দা'ওয়াত	50
২৬	দ্বিতীয় স্তরঃ মক্কী যুগে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত	54
২৭	ছাফা পর্বতে	54
২৮	সত্যের প্রকাশ এবং মুশরিকদের বিরোধিতা	56
২৯	হাজীদের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য পরামর্শ সভা	56
৩০	দাওয়াত প্রতিরোধে নতুন পন্থা	58
৩১	তথ্য সূত্র ও পাঠ বন্টন	76
৩২	সূচীপত্র	77